CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-301 ■ 10 August, 2025 ■ আগরতলা ১০ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কলঙ্কময় ঘটনা !

জওয়ান পিতার হাতে বিষ খাইয়ে শিশু কন্যা খুনের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

হত্যা মামলায় অভিযুক্ত পিতা রথীন্দ্র দেববর্মা।

পিতার হাতে খুন হওয়া শিশুকন্যা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। রাজ্যে আবারো কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে গেল। তাও আবার রাজ্যের গৌরব টিএসআর বাহিনীর এক অফিসারের হাতে। পিতার হাতেই নির্মমভাবে প্রাণ হারাল এক বছরের শিশুকন্যা। নিষ্পাপ ফুলের মত শিশুটির অপরাধ একটাই, সে মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে। শিশু কন্যার মায়ের অভিযোগ, স্বামী রথীন্দ্র দেববর্মা তার মেয়েকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন। ওই নারকীয় ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াইয়ের তুলাশিখর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে মৃত শিশুর মায়ের অভিযোগ করেন, গতকাল রাতে তাঁর স্বামী রথীন্দ্র দেববর্মা নিষ্পাপ শিশু কন্যাটির জন্মদাতা পিতা রথীন্দ্র দেববর্মা। টি এস আর দশম ব্যাটেলিয়নের ওই জওয়ান বর্তমানে খুমলুঙ এডিসি হেডকোয়াটারে কর্মরত। নিষ্পাপ ফুলের মত শিশুটির অপরাধ একটাই, সে মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে।

শিশু কন্যার মায়ের অভিযোগ, স্বামী রথীন্দ্র দেববর্মা তার মেয়েকে ঠান্ডা পানিয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। তাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে শিশুটি। ছেলে জন্ম হয়নি বলে স্ত্রীর উপর চালাতো অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বাড়ি বেহালা বাড়ি এলাকায়।

নিষ্পাপ মৃত শিশুটি জিবি হাসপাতালের মর্গে আছে, এই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি কন্যা হারা মা পাগলের ন্যায় ছুটে গিয়েছে জিবি হাসপাতালে।

তিনি আরও বলেন, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তার পাশ থেকেই কন্যা সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে নিষ্পাপ মৃত শিশুটি জিবি হাসপাতালের মর্গে আছে, এই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি কন্যা হারা মা পাগলের ন্যায় ছুটে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, কে গিয়ে গিয়েছল হাসপাতালের মর্গে ওই শিশুকে। বা কোন ডাক্তার বাবু তাকে দেখলো, কিছুই জানে না এই সন্তানহারা মা। অবশেষে স্থানীয় লোকের হাতে জিবি হাসপাতাল চত্বরে আটক হয় টি এস আর অফিসার রথীন্দ্র দেববর্মা।তাকে সামনে পেয়ে জনতার মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে রক্ষা করে পুলিশের সহায়তায় তাকে তড়িঘড়ি কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে থানায়। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক স্বাগত জানিয়েছে ভারত

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ।। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ১৫ আগস্ট আলাস্কায় নির্ধারিত শীর্ষ বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার এক বিবৃতিতে জানায়, এই বৈঠক ইউক্রেন সংকটের অবসানে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত ১৫ আগস্ট আলাস্কায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠককে স্বাগত জানাচ্ছে। এই বৈঠক ইউক্রেনে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তির সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন একাধিকবার বলেছেন, 'এটি যুদ্ধের যুগ নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, ভারত আসন্ন এই সম্মেলনকে সমর্থন করছে এবং শান্তি প্রক্রিয়ার যেকোনও প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি আগামী শুক্রবার ১৫ অগাস্ট আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। যার উদ্দেশ্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনা করা। এটি ২০২১ সালে জেনেভায় প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং পুতিনের বৈঠকের পর প্রথম মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলন হতে চলেছে। শান্তিচুক্তি

প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, এটা সহজ কিছু নয়।

তবে আমরা কিছু ফিরিয়ে আনব, কিছু অদলবদল হবে। কিছু ভূখণ্ডের বিনিময় হবে, যা দুই পক্ষের জন্যই লাভজনক হবে।

তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই প্রস্তাব নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইউক্রেনকে ছাড়িয়ে গৃহীত যেকোনও সিদ্ধান্তই শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত। এগুলো মৃত সমাধান, যেগুলো কখনোই কাজ করবে না। ইউক্রেনীয়রা কখনও তাদের ভূমি দখলদারদের হাতে তুলে দেবে না। জেলেনস্কি আরও বলেন, যে শান্তির কথা বলা হচ্ছে, সেটি যদি ইউক্রেনের অংশগ্রহণ ছাড়াই হয়, তবে তা শুধু অবাস্তবই নয়, বিপজ্জনকও।

বিশ্লেষকদের মতে, ভারত সরকারের এই সমর্থন বৈশ্বিক শান্তির প্রচেষ্টায় দিল্লির সক্রিয় ভূমিকারই প্রতিফলন। সংঘাত নিরসনে কূটনৈতিক পথকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষেই দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান নিয়েছে ভারত।

কৈলাসহরে আইন শৃঙ্খলায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। উনকোটি জেলার আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতির অভিযোগ তুললেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। শনিবার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "৬ আগস্ট রাতে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রীরামপুর সূর্যমণি স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও শতবর্ষ প্রাচীন আরকেআই স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটে। এর কিছু দিন আগে রাতে কুমারঘাটের লেদ্রাইদেওয়ান স্কুলেও চুরি হয়। কিন্তু পুলিশ কোনও ঘটনাতেই কিনারা করতে পারেনি। এটা প্রমাণ করে প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব রয়েছে।"

তিনি অভিযোগ করেন, "রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা এবিভিপি-র দুষ্কৃতিদের হাতে নিয়মিত নিগৃহীত হচ্ছেন। কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত বাজার ফেরার পথে মারধরের শিকার হয়েছেন। শ্রীরামপুর স্কুলে দুই ছাত্রকে 'এসএফআই করবে কেন' অজুহাতে বহিরাগতরা মারধর করেছে, কিন্তু পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।"

শিক্ষা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে চৌধুরী বলেন,"বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে বই স্কুলে পৌঁছাত, অথচ এবার যান্মাসিক পরীক্ষার এক মাস আগে বই দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা ও অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ধ্বংস করছে।"

মাদক নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "ড্রাগ মাফিয়ারা দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছে। চুরি, ছিনতাই, হামলার নেপথ্যে মাদকাসক্তরা জড়িত। পুলিশ অভিযোগও নেয় না, এফআইআর করতেও অস্বীকৃতি জানায়।"

পুরনো ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, "২০২৩ সালে চণ্ডীপুর অঞ্চল কমিটির অফিসে হামলা হয়েছিল, ২০১৮-তে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তি ভাঙা হয়। এপ্রিলে সেই স্থানে অনুমতি ছাড়াই রামের মূর্তি বসানো হয়েছে। অপরাধী শনাক্ত হয়েও রাজনৈতিক প্রভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।" চৌধুরীর বক্তব্যে অভিযোগ, "দিনের অপরাধীরা যেমন নিশ্চিন্তে ঘুরছে, তেমনি রাতের অপরাধীরাও পাচ্ছে নিরাপত্তা। প্রশাসন নিজেই এই অবনতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।"

শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ আগষ্ট।। বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কলমচৌড়া থানাদিন ভেলোয়ারচর এলাকায় এক বিবাহিত যুবকের বিরুদ্ধে উঠলো শ্লীলতাহানির অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৭ ই আগস্ট রাত আনুমানিক ৯ ঘটিকার সময় ফুলন সরকার পাশের বাড়িতে পদ্মপুরাণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় বাবুল দাসের বাড়ির পাশের ইটের কুয়ারির নিকট আসতেই একই গ্রামে যুবক বিশ্বজিৎ দাস, পিতা-সিরেন্দ্র দাস ফুলন সরকারকে শ্লীলতা করার উদ্দেশ্যে তার উপর জাপিয়ে পড়ে। ফুলন সরকার বিশ্বজিৎ দাসকে অনেক বার অনুরোধ করলেও সে কোন কিছু শুনতে রাজি ছিল না। তারপর ফুলন সরকার উক্ত ঘটনাটি বিশ্বজিৎ এর পরিবারকে জানানোর জন্য তার বাড়িতে গেলে সে হাতে একটি লাঠি নিয়ে উনার বিশ্বাজিৎ এর মা-বাবা এবং স্ত্রীর সামনেই প্রকাশ্যে ফুলন সরকারকে মারধোর করতে শুরু করে।

বিশ্বজিৎ মারে আক্রান্ত হয়ে ফুলন সরকার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এই ঘটনাটি তার বাড়িতে জানার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু ষাটোর্ধ বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। দুই স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক ষাটোর্ধ বৃদ্ধের। ওই ঘটনায় উত্তর হালহালি চল্লিশ ফুটি সেতুর কাছে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে মৃতের ভাই জানিয়েছেন, আজ সকালে দোকানে যাওয়ার পথে উত্তর হালহালি চল্লিশ ফুটি সেতুর কাছে দুটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন মনিন্দ্র সূত্রধর। তার বাড়ি উত্তর হালহালি এলাকায়। তিনি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ৫টি যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত ঃ এয়ার চিফ মার্শাল

বেঙ্গালুরু, ৯ আগস্ট ।। 'অপারেশন সিঁদুর'-র সময় পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান এবং একটি বড় এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল বিমানকে ভূপাতিত করা হয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিংহ শনিবার এ-কথা বলেছেন।

এই সামরিক অভিযানটি গত ২২ এপ্রিল পাহালগামে হওয়া জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ৭ মে শুরু করে ভারত। বেঙ্গালুরুতে এক বক্তব্যে সিংহ বলেন, পাকিস্তানি বিমানগুলোকে অত্যাধুনিক এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।

তিনি জানান, আমাদের কমপক্ষে পাঁচটি যুদ্ধবিমান নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং একটি বড় বিমান ৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে টার্গেট করে গুলি করে নামানো হয়েছে। এটি ভূমি থেকে আকাশে চালানো সবচেয়ে বড় সাফল্য। এয়ার চিফ মার্শাল আরও বলেন, পাকিস্তানের শাহবাজ জেকবাবাদ বিমান ঘাঁটির এফ-১৬ হ্যাঙ্গারের একাংশ ধ্বংস হয়েছে এবং সেখানে থাকা কিছু বিমানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি জানান, অপারেশন সিঁদুর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় ভারত অত্যন্ত প্রযুক্তিনির্ভর এক আক্রমণ চালায়। ৮০ থেকে ৯০ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত করি যে তারা বুঝে যায়, যুদ্ধ চালালে তাদের আরও বড় ক্ষতি হবে। ভারত আরও জানিয়েছে, পাকিস্তানের মুরিদ এবং চকলালা-সহ অন্তত দুটি কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়। সিংহ বলেন, আমরা অন্তত ছয়টি রাডার ধ্বংস করেছি। কিছু বড়, কিছু ছোট। একটি হ্যাঙ্গারে থাকা বিমানের অস্তিত্বেরও ইঙ্গিত পেয়েছি। সেখানে কিছু এফ-১৬ বিমানেরও উপস্থিতি ছিল, যেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এই সংঘর্ষে পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হওয়ার কথা বলেন। যদিও ভারত বরাবরই স্পষ্ট করেছে, দুই দেশের মধ্যকার সংঘাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছিল না। এয়ার চিফ মার্শাল সিংহের এই বক্তব্য পাকিস্তানের প্রতি ভারতের কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত প্রাধান্যের স্পষ্ট প্রমাণ বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা।

ধর্ম হোক যার যার, রাখী বন্ধন হোক সবার...

কমলপুরের ঠিকানায় চাকরি বাগিয়ে নেওয়ার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। ত্রিপুরার বাসিন্দা পরিচয়ে চাকরি বাগিয়ে নেয় উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক। অফার নিতে কমলপুর আসতেই সালেমা থানার পুলিশের হাতে আটক হয় তারা।

জানা গিয়েছে, স্টাফ সিলেকশন কমিশন'র পরীক্ষায় কমলপুরের ঠিকানা দিয়ে উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক ও এক যুবতী পরীক্ষায় পাশ করে। কিন্তু কমলপুরের কোন কাগজ না থাকায় তারা উত্তর প্রদেশ থেকে কমলপুরের উদ্যোশ্যে রওয়ানা হয় দুই যুবক। তবে পুলিশের কাছে আগাম খবর থাকায় তারা সালেমা থানার হাতে ধরা পড়ে। তাদেরকে গতকাল কমলপুর থানার হাতে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনা হল স্টাফ সিলেকশন কমিশন "র পরীক্ষায় টিকতে হলে উত্তরপ্রদেশ কোটায় ভালো শতাংসের নম্বর পেতে হয়। কিন্তু ত্রিপুরার কোটায় পরীক্ষা দিলে শতাংসের নম্বর অনেক কমে সুযোগ পাওয়া যায়। আর এই সুযোগে উত্তর প্রদেশের একটা চক্র ছাত্রছাত্রীদের ত্রিপুরার কমলপুরের ঠিকানায় পরীক্ষায় বসিয়ে সুযোগ পাইয়ে দেয়। যেমন গতবার বি এস এফ "র চাকরি বাগিয়ে নিয়েছিল উত্তর প্রদেশের কয়েকজন যুবক ত্রিপুরার কমলপুরের ঠিকানা দিয়ে। কমলপুরের মরাছড়া পোস্ট অফিসে অফার আসলে পড়ে বিষয়টি ধরা পড়ে। তখন নাম পাওয়া যায় আসাম রাইফেলস "র এক অবসরপ্রাপ্ত জোয়ান উমেশ চন্দ্রের।

এইবারও ঠিক ঐ ব্যক্তি স্টাফ সিলেকশন কমিশন "র পরীক্ষায় উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা দুই যুবক যথাক্রমে রূপেশ কুমার, প্রদীপ কুমার ও এক যুবতী মমতা সিং কে উত্তর প্রদেশেই কমলপুরের সুরমা বিধানসভার মরাছড়া পঞ্চায়েতের লালছড়ি গ্রামের ঠিকানা দিয়ে পরীক্ষায় বসায় তিনজনই পাশ করে। কিন্তু কমলপুরের ঠিকানার কোনো কাগজপত্র না থাকায় তারা মরাছড়া একটি সি এস সি সেন্টারে যোগাযোগ করে তাদেরকে কমলপুর ঠিকানার কাগজ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। খোয়াই থানার অন্তর্গত লালটিলা এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে খোয়াই থানার অন্তর্গত লালটিলা এলাকাতে শীতল নমর বাড়িতে রাত্রি আগুন লাগে। এতে ঘর পুড়ে একদম ছাই হয়ে যায়। তবে এই ঘটনার সময় পরিবারের লোকজন বাড়িতে ছিল না। আগরতলা কোন কাজে গিয়েছিল। এ ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি বাড়িতে চলে আসে।

জানা যায়, এই আগুনের ঘটনায় পরিবারের লোকজনের বক্তব্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।।: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে ত্রিপুরার প্রতিটি কুমোরপাড়ায় চলছে প্রতিমা তৈরির জোর প্রস্তুতি। দশভূজা দেবীর প্রতিমা গড়তে শিল্পীদের মধ্যে চলছে এক নীরব প্রতিযোগিতা। দিন-রাত এক করে তারা সযত্নে মূর্তি গড়ছেন, যেন প্রতিটি বাঁকে ফুটে ওঠে দেবীর মহিমা।

তবে এবছর পরিস্থিতি খুব একটা অনুকূল নয়। কাঁচামালের দাম লাগামছাড়া হারে বেড়ে গেলেও অধিকাংশ পূজা কমিটি মূর্তির দাম বাড়াতে রাজি নয়। ফলে লাভের অঙ্ক ক্রমশ কমছে, অথচ এই শিল্পই বহু পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। তবুও উৎসবের আনন্দ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মৃৎশিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে এ বছরও স্থানীয় শিল্পীরা গড়ছেন উঁচু ও নান্দনিক দুর্গা প্রতিমা। কৃষ্ণপুর জোর কালভার্ট এলাকার অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী রতন পাল জানান, প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি প্রতিমা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। এবছর তিনি ২৫টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন, পাশাপাশি বিশ্বকর্মা ও মা মনসার প্রতিমাও গড়ছেন। তাঁর সর্বোচ্চ প্রতিমার দাম ৭৫-৮০ হাজার টাকা হলেও, সবগুলোরই আগাম বুকিং হয়ে গেছে। রতনবাবুর ভাষায়, "মাটি, বাঁশ, খড়, রং,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১০ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২৪ শ্রাবণ,রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

রাখি সম্প্রীতির অনন্য মেলবন্ধন

রাখীবন্ধন উৎসব বা রাখীপূর্ণিমা ভারতীয় উপহাদেশের একটি উৎসব। এই উৎসব সৌভাতৃত্বের প্রতীক।কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উৎসবে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলিয়া এক হওয়ার ডাক দিয়া প্রচলন করেন। এটি সকল ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলিম ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাহাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বাধিয়া দেয়। এই রাখীটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করিবার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক।হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়।তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুষ্ঠানের পুনঃসূচনা করিয়াছিলেন মানুষের মনে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে।

আজ রাজ্যেও বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ,স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ,ক্লাব সহ অন্যান্য যথাযোগ্য মর্যাদায় রাখি বন্ধন উৎসব পালন করিয়াছেন। হিন্দু মুসলিম ,বৌদ্ধ খ্রিস্টান ,জাতি উপজাতি সকল মানুষের মানুষ এই সম্প্রীতির মেলবন্ধনের শামিল হন। রাখি বন্ধন, যাহা রাখি পূর্ণিমা নামেও পরিচিত, ভারতীয় উপমহাদেশে পালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এটি ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক, ভালোবাসা, এবং পারস্পরিক সুরক্ষার প্রতীক হিসাবে উদযাপিত হয়। এই উৎসবের তাৎপর্য শুধু পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর পেছনে রহিয়াছে গভীর ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট।রাক্ষা' শব্দের অর্থ রক্ষা করা এবং 'বন্ধন' শব্দের অর্থ বন্ধন। অর্থাৎ, রাখি বন্ধন মানে হইল 'সুরক্ষার বন্ধন'। এই দিনে বোনেরা তাহাদের ভাইয়ের কব্জিতে একটি পবিত্র সুতো বা রাখি বাধিয়া দেয়। এটি শুধু একটি সুতো নয়, এটি ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালোবাসা, মঙ্গল কামনা এবং দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা। এর বিনিময়ে ভাই তাহার বোনকে আজীবন রক্ষা করিবার এবং যেকোনো বিপদ থেকে তাহাকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়।রাখি বন্ধন শুধু রক্ত সম্পর্কের ভাই-বোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি অ-আত্মীয়দের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় এই উৎসবকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে একে অপরের হাতে রাখি বাধিয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়াছিলেন, যাহা আজও সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।এই উৎসব পরিবারের বাইরেও বন্ধু, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। এটি এক ধরনের সামাজিক বন্ধন, যাহা স্নেহ, বিশ্বাস এবং দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করিয়া তৈরি হয়।মহাভারতের একটি জনপ্রিয় কাহিনী অনুসারে, শিশুপালকে বধ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের আঙুল কাটিয়া রক্তপাত শুরু হয়। তখন দ্রৌপদী তাহার শাড়ির আঁচল ছিঁড়িঢয়া কৃষ্ণের হাতে বাধিয়া দেন। দ্রৌপদীর এই স্নেহপূর্ণ কাজ দেখিয়া কৃষ্ণ অভিভূত হন এবং তাহাকে চিরকাল রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীকালে, কৌরবদের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাহার সম্মান বাঁচাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি রাখি বন্ধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক ভিত্তি।মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত ঘটনা

হইলো মেওয়ারের রানি কর্ণাবতী এবং মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের মধ্যেকার সম্পর্ক। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন রানি কর্ণাবতী মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে একটি রাখি পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাখি পাইয়া হুমায়ুন তাহার বোনের সম্মান রক্ষার জন্য দ্রুত চিতোরে সৈন্য পাঠান, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছানোর আগেই সব শেষ হইয়া যায়। এই ঘটনাটি ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিকে তুলিয়া ধরে।সুতরাং, রাখি বন্ধন কেবল একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, এটি মানব সম্পর্কের এক গভীর প্রতীক। এটি ভালোবাসা, বিশ্বাস, দায়িত্ব এবং একতার এক অনন্য বন্ধন, যাহা প্রতিটি ভাই-বোনের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান দখল করিয় আছে। এই রাখি বন্ধন উৎসব যুগ যুগ ধরিয়া ভাই বোনের এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো শীঘ্রই ক্ষুদ্র করুক এটাই আজকের দিনের প্রত্যাশা।

বঙ্গ পুলিশ লাঠিচার্জ করলো প্রতিবাদীদের উপর আরজি কর ধর্ষণ কেসের বিরুদ্ধে মার্চের সময়

কলকাতা, ৯ আগস্ট : রাজ্যে চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ শনিবার এক শক্তিশালী লাঠিচার্জ করেছে, যখন হাজার হাজার প্রতিবাদী আরজি কর মেডিকেল কলেজ ধর্ষণ কেসের বিচার দাবিতে কলকাতায় একটি মিছিল বের করছিলেন। এই মিছিলটি ছিল আরজি কর মেডিকেল কলেজে গত বছর ঘটে যাওয়া একটি নারকীয় ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মিছিলটি 'নবান্ন চলো অভিযানে' অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সচিবালয়, 'নবান্ন'-এর দিকে যাচ্ছিল। প্রতিবাদীদের দাবি ছিল, মৃত চিকিৎসককে সুবিচার প্রদান এবং রাজ্য সরকারের অসংবেদনশীলতা ও অপরাধীদের প্রতি নরম মনোভাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা।

প্রতিবাদী দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব সুভেন্দু অধিকারী এবং অগ্নিমিত্রা পল। তারা ওই ঘটনার এক বছর পূর্তিতে আন্দোলন করছিলেন। আরজি কর মেডিকেল কলেজে এক বছর আগে এক মহিলার কর্মরত চিকিৎসককে হাসপাতালের মধ্যে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছিল। তার পর থেকে, এই ঘটনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, এবং তা এক বছর পর প্রতিবাদের মাধ্যমে আবার প্রকাশিত হল।

সুভেন্দু অধিকারী এবং অগ্নিমিত্রা পল, দুটি উল্লেখযোগ্য বিজেপি নেতা, প্রতিবাদীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং স্লোগান তুলে নবান্ন অভিমুখে রওনা হন। তারা জানান, 'আমরা কোনও দলীয় পতাকা বা প্রতীক নিয়ে এখানে এসেছি না, শুধু আর একবার এই ঘটনাটি গণমানুষের সামনে আনতে চাই।' সুভেন্দু অধিকারী তার বক্তৃতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, 'এটা শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এটা সরকারের নির্লিপ্ততা এবং জনতার ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকারের বিরুদ্ধে একটি বড় পদক্ষেপ।'

প্রতিবাদীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন 'সুবিচার চাই', 'মমতাকে পদত্যাগ করতে হবে' এবং 'বিজেপি চাই, সুবিচার চাই'। তারা যে টান টান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল, তা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল, কারণ তাঁদের হাতে ছিল ত্রিবর্ণ পতাকা, ব্যানার এবং ফেস্টুন, যা রাজ্য সরকারকে অভিযুক্ত করার জন্য তীব্র ভাষায় লেখা ছিল।

এছাড়া, বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ (র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স) এবং জলকামানসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। দমনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের অগ্রগতি থামাতে রাস্তা বন্ধ করে দেয়, এবং সেখানে একাধিক ব্যারিকেডও স্থাপন করা হয়। প্রতিবাদীরা যে বিশাল পরিমাণে জমায়েত হয়েছিলেন, তা দেখে পুলিশ অবস্থান নিতে বাধ্য হয় এবং ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। বিক্ষোভকারীরা যদিও বাধা স্বত্ত্বেও নিজেদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, পুলিশ পরে লাঠিচার্জে বাধ্য হয়। সংবাদদাতাদের মতে, পুলিশ এই কর্মসূচি থামাতে আসলে প্রথমে সতর্ক করে, কিন্তু প্রতিবাদীরা যখন 'নবান্ন'-এর দিকে এগোতে থাকে, তখন তারা বাধ্য হয়ে শক্তি ব্যবহার করে।

জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী ছিল ?

অর্চি অতন্দ্রিলা

জুলাই অভ্যুত্থান- যার মধ্য দিয়ে দেড় দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়, সেসময় রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মুখসারিতে দেখা না গেলেও পরবর্তী সময়ে এর কৃতিত্বের দাবি করতে দেখা গেছে।

তাদের ভূমিকা কতটা ছিল সেটা নিয়ে বিশ্লেষকসহ অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে। আন্দোলনে অংশ নেওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান টুম্পা ৩১শে জুলাই নিজ প্রতিষ্ঠানের একজনকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাইরাল হয়েছিলেন। তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, তিনি নিজের পাশে কোনো দল বা সংগঠন দেখেননি, আশেপাশে সবাইকে সাধারণ শিক্ষার্থী, জনগণ ও সহযোদ্ধা হিসেবেই দেখেছেন যাদের কোনো দলীয় ট্যাগ ছিল না। 'এখন যদি কোনো দল এসে একপাক্ষিকভাবে বলে যে এর মাস্টারমাইন্ড আমরা ছিলাম, আমাদের এই ক্রেডিট ছিল, এটা সম্পূর্ণ আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। কারণ সেসময় আমার যে সহযোদ্ধা ছিল আমি দেখিনি তাকে বলতে যে আমি এই দলের বা ওই সংগঠনের, আমি এই লিড (নেতৃত্ব) দিচ্ছি। তখন সবাই লিড দিচ্ছিলো,' বলছিলেন মিজ টুম্পা।

অবশ্য ২০২৪ সালের ৩১শে জুলাই বিএনপির ইউটিউব পেজে গেলে সেদিনকার মিজ টুম্পার পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়ানোর এবং এক পর্যায়ে তাকে সরিয়ে দেয়ার ভিডিও পোস্ট দেখা যায়। অর্থাৎ সেসময় দলীয় পরিচয়ে কেউ সামনে না আসলেও মাঠ পর্যায়ে যে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ছিলেন না সেটাও বলা যায় না। তবে সে আন্দোলনে সম্পৃক্ততা বা নেতৃত্বের দাবির জায়গায় পরিষ্কারভাবে কাউকে একক কৃতিত্ব দেয়ার সুযোগ থাকা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ২০২৪ সালের জুলাই মাসে আন্দোলন দমনে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তখন তাদের তরফ থেকে ক্রমাগত আঙুল তোলা হচ্ছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর দিকে। ১৭ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন 'ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরের ক্যাডার বাহিনী সহিংসতা করে সারাদেশে। বিশেষ করে ঢাকায়, পরিস্থিতি ঘোলাটে করে। তাদের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী সারা বাংলাদেশ থেকে এনে এই শহরে তারা গুপ্তহত্যা করা শুরু করেছে।'

একই দিনে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদও বলেছিলেন 'তারেক জিয়া বিভিন্নজনকে নির্দেশ দিচ্ছে কোটা আন্দোলনকারীদের ভেতর ঢুকে পড়ার জন্য'। অবশ্য সেদিন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আন্দোলনে বিএনপির সরাসরি জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন এবং শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বিএনপির ''নৈতিক সমর্থন'' দেওয়ার কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর দিক থেকেও সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয় ১৮ই জুলাই। যদিও সমর্থন আর সম্পৃক্ততা প্রকাশ ভিন্ন বিষয়। পরবর্তীতে তারা যেভাবে সম্পৃক্ততার কথা বেশ জোরেশোরে বলেছেন তেমনটা ৫ই অগাস্টের আগে দেখা যায়নি। এ নিয়ে বিবিসি থেকে প্রশ্ন করা হলে বিএনপির মহাসচিব অনেকটা বিরক্তিই প্রকাশ করেন। সেসময় প্রকাশ্য সমর্থন দেওয়া হয়নি কেন তেমন প্রশ্ন তোলাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভাজন তৈরির চেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন মি. আলমগীর। অবশ্য উত্তরও দেন তিনি। 'আমাদের দেশের কালচারে একটা প্রবলেম আছে, ছাত্ররা অনেক সময় ওউন করতে (নিজস্ব মনে করা) চায় না অন্য দলকে এবং সমর্থন দিলে এমন একটা কথা বলে দেয় যে তাদের সমর্থন আমাদের দরকার নেই। এইসব কারণে যেটাকে বলে সরাসরি সমর্থন দেওয়া... এটা আর মাঠে সমর্থন দেওয়া... আমরা তো মাঠে ছিলামই,' বলছিলেন মি. আলমগীর।

ছাত্র আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের সঙ্গে বিএনপির এবং তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ বা সংযোগ সবসময় ছিল বলে দাবি করেন তিনি। সেসময় ঢাকা থেকে বিএনপির সাড়ে তিন হাজার নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সে আন্দোলনকে বিএনপি ওউন করে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অন্যদিকে অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীরও অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বিবিসিকে বলছিলেন 'এটার পেছনে যে আমরা ছিলাম এটা গোয়েন্দারা জানতো, সরকার জানতো। এজন্যই তো আমাদেরকে ব্যান করে দিয়েছে, শিবিরকে ব্যান করেছে। আর কোনো দলকে তো করে নাই'। মি. তাহের নিজে থেকেই বলেন যে তারা খুবই সচেতন ছিলেন যেন 'এটা যে জামায়াত-শিবিরের একটা আন্দোলন এটা যেন প্রকাশিত না হয়, আমরা চেয়েছি এটা একটা সার্বজনীন রূপ দেওয়ার জন্য'। তার মতে যদি এটা প্রকাশিত হতো যে ছাত্রশিবিরের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী এর পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে তাহলে জামায়াতে ইসলামীকে যারা খুব একটা পছন্দ করেন না তাদের হয়তো একটা রিজারভেশন তৈরি হতো। এতে করে 'সফলতার প্রশ্নটা আরও ডিফিকাল্ট হতে পারতো। সেজন্য আমরা এই কৌশলটা নিয়েছিলাম যেন সকল শ্রেণির মানুষের পার্টিসিপেশন এটা এখানে নিশ্চিত হয়,' বলছিলেন মি. তাহের। সেসময় বিএনপি বা জামায়াত ছাড়াও বামপন্থি ও ইসলামপন্থি দলগুলোকেও বেশ সক্রিয় দেখা গেছে। তবে এক সাথে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষের একত্রে অংশগ্রহণ থাকার পেছনে একটা বড় বাস্তবতার জায়গা ছিল সেসময় যেভাবে আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর হয়েছিল এবং প্রায় সর্বশক্তি দিয়ে বল প্রয়োগ করেছিল।

কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে কৃতিত্ব দাবি নিয়ে রয়েছে ভিন্ন ব্যাখ্যাও। কৃতিত্ব দাবির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির যা বলেছেন সেটা থেকেও বোঝা যায় যে জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে কাউকে সম্মুখ সারিতে দেখা গেলে তাতে জনগণের সম্পৃক্ততা সেভাবে নিশ্চিত করা যেতো না। অনেকটা একই কথা বলেন কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামও। জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার প্রশ্নে তিনি নেতৃত্ব ও তৃণমূল পর্যায়ের বিষয়ে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করেন।

'রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমাদের সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না। আন্দোলনের আসলে কোনো পর্যায়েই ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের যারা তৃণমূলের নেতাকর্মী রয়েছে তারা এই অভ্যুত্থানে, আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে,' বলছিলেন মি. ইসলাম। বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে রাজনৈতিক দলের লোকের অংশগ্রহণ থাকলেও তারা তাদের দলীয় পরিচয়ে আসেনি, কারণ দল হিসেবে সামনে আসলে তারা সেভাবে জনসমর্থন পেতেন না। এর পেছনে অবশ্য এক ধরনের প্রেক্ষাপটও রয়েছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বিভিন্ন সময়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন করলেও সেভাবে সফল হয়নি। বরং হামলা-মামলা অনেক কিছু মিলে অনেকটা পর্যুদস্ত হয়ে গেছেন। অনেক ক্ষেত্রে নেতাকর্মীদের আটক হতে বা পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের কর্মসূচি। পাঁচই আগস্টের আগে যেভাবে আন্দোলনে বহু পক্ষ এক হয়েছিল, এক বছর পর এসে একই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার বয়ান তৈরি হয়েছে। এসব বয়ানে জুলাই আন্দোলনে কৃতিত্বের দাবি থাকলেও বিশ্লেষকেরা সেসব দাবির উদ্দেশ্য বা কারণ ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদের মতে আন্দোলন সফল হলে তখন সবাই এর কৃতিত্ব নিতে চায়। 'আন্দোলন চলার সময় তারা এই দাবিগুলো করেন নাই। কারণ তারা দ্বিধায় ছিলেন, তাদের মধ্যে সন্দেহ ছিল আন্দোলন সফল হবে কি না,' বলেন তিনি।

বিরোধী কোনো দলের আন্দোলন না, বরং আওয়ামী লীগ যেমন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেটাই সবচেয়ে বড় বিষয় বলে মনে করেন মি. আহমদ। পরপর তিনটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে করেছিল তাতে অসন্তোষ থাকলেও জুলাই মাসে যেভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ পথে নেমেছিল মূলত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণের প্রেক্ষাপটে।

রাজনৈতিক দলের আহ্বানের ক্ষেত্রে সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভব হতো কি না সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আবার এখনকার কৃতিত্ব দাবির পেছনে রাজনৈতিক পর্যায়ে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জায়গা দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন। 'পাওয়ার পলিটিক্সে যখন ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা থাকে, ক্ষমতার একটা দেনদরবার থাকে সেখানে তাদের এ ক্রেডিটটা সেই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসতে পারে,' বলছেন মিজ নাসরীন। একদিকে যেমন ক্ষমতার বলয়ে আধিপত্যের প্রসঙ্গ আছে তেমন ভবিষ্যতের রাজনীতিতেও এর উদ্দেশ্যগত ভিন্নতার ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজার মতে কৃতিত্বের দাবি আসন্ন নির্বাচনের আগে তরুণদেরকে নিজ দলে ভেড়ানোর চেষ্টার অংশ। এমনকি অভ্যুত্থানে সরাসরি যাদের সামনে দেখা গেছে, জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপিকেও সেদিক দিয়ে নিজেদের প্রমাণ করতে হচ্ছে বলে মনে করছেন মি. রেজা। এখন আরেকটি প্রশ্নও সামনে আসে যে আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর পেছনে ভূমিকা রাখায় প্রতারণাবোধের জায়গা কাজ করে কি না।

মিজ নাসরীন মনে করেন, একদিকে তিনি প্রতারিত বোধ করেন না কারণ সে আন্দোলনের ন্যায্যতার জায়গা ছিল। সেখানে নিয়ন্ত্রণবাদী রাজনীতি, জনগণকে আমলে না নেওয়া, বিগত নির্বাচনগুলোর অনিয়ম, বিরোধী দল-মত দমন, নিপীড়ন, জুলাই আন্দোলনে সহিংসতা এমন অনেক প্রেক্ষাপটেই সরকারবিরোধিতার জায়গা ছিল বলে মত মিজ নাসরীনের। তবে তার দৃষ্টিতে প্রতারিত বোধ করার জায়গাও কাজ করে যে পরিচয় গোপন রেখে আন্দোলন করেছেন, আবার এখন সরকারের ওপরে এর ভিত্তিতে বেশ প্রভাব রাখছেন। অথচ যদি তাদের গ্রহণযোগ্যতা এতটা বেশি থাকতো তাহলে আন্দোলনে পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজন পড়তো না মনে করছেন মিজ নাসরীন। অবশ্য কৃতিত্বের দাবি যে শুধু রাজনৈতিক দলগুলো করেছে তেমন না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ক্ষেত্রেও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এর পরিকল্পনার কৃতিত্ব দিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টার সেই বক্তব্যই প্রশ্ন, বিচ্ছিন্নতা বা বিভাজনের সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এটি একটি প্রচলিত বাস্তবতা যে সাফল্যের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব যেভাবে দাবি করা হয়, ব্যর্থতার দায়ভারের ক্ষেত্রে তেমনটা কাজ করে না।

সাম্যবাদের রূপ-রূপান্তর

আবু আফজাল সালেহ

কবিতা একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। শক্তিশালী প্রতিবাদ, সহানুভূতি আদায় থেকে শুরু করে নাগরিক অধিকার এমনকি শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমে কবিতার ব্যবহার অভিযাত্রাকে করে তুলে মহান ও শক্তিমান। অশুভ ও অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে ছোট্ট এ মাধ্যমটি বড় অস্ত্র হতে পারে। দেশবিদেশের বিভিন্ন আন্দোলন ও অভিযাত্রায় তা প্রমাণিতও। কাজী নজরুল ইসলাম উল্লিখিত সবকিছুতে ব্যবহার ও প্রয়োগে বাঙালির অগ্রনায়ক। নির্যাতিত ভুক্তভোগীদের জন্য তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাইতো 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার শেষে বলেছেন, ''প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,/যেন লেখা হয় আমার রক্ত-নেশায় তাদের সর্বনাশ''। এ কথাতেই বুঝে নেওয়া কঠিন নয় যে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নজরুল কতটা আন্তরিক ও কতটা অগ্রগামী।

সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসংগতি কবিকে ব্যথিত করেছে। এই অসুন্দরগুলো মুছে দিতে চান তিনিগড়তে চান সাম্যের বিশ্ব, বৈষম্যহীন পৃথিবী। দীর্ঘদিন চলে আসা রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের অনিয়ম, বৈষম্য, অবজ্ঞা, অবহেলা, শোষণ, নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে কবিতায় ও অন্যান্য সাহিত্যশাখায় উচ্চকিত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর মূলনীতি''গাহি সাম্যের গান''। তাঁর চিন্তার ভরকেন্দ্র হচ্ছে মানবতাবোধসমতা বিধান''গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু না, নহে কিছু মহীয়ান, /নাই দেশ- কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,/সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি' (মানুষ)। ''আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'' নিশ্চিত করাই কবির মুখ্যবিষয়। রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে সমতা নিশ্চিত করতেই হবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও মূল দাবি। তাঁর বিদ্রোহী কবিতা উৎকৃষ্টতম উদাহরণসম্ভবত বাংলা ভাষারই। ''আমার কৈফিয়ৎ'' নজরুলের আত্মদর্শনের উপলব্ধি। সমাজের বিদ্যমান অশুভ দিকগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। বিভেদমূলক পার্থক্যগুলো ভুলে ঊর্ধে উঠার পরামর্শ তাঁর। এজন্য কবিতায় তাঁর কণ্ঠস্বর হয়েছে জ্বালাময়ী, চরম। ভাষা, শব্দচয়ন, অলংকার প্রভৃতি ব্যবহার ও দক্ষ প্রয়োগে পার্থক্যগুলো দেখিয়েছেন। আমেরিকান কবি হুইটম্যানের আমেরিকানবাদ, ও মাই ক্যাপ্টেন, ব্যক্তিগণতন্ত্রবাদ ইত্যাদি যেন নজরুলের কাণ্ডারি, বিদ্রোহী প্রভৃতি। নজরুলের আমিতে আমিত্ব নেই, আছে শোষণমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার, আকাঙ্ক্ষা। নজরুলের কবিতায় সাম্যবাদ বিষয়টি ব্যাপক বিস্তৃতি রয়েছে। সমস্ত মানবতার সমতার দিকে। অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে নজরুলের সরাসরি অভিযান। শান্তিস্থাপন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে এসব দেওয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। নজরুল উপড়ে ফেলতে চান আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে (বিদ্রোহী)। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯--১৭৯৩) এর স্লোগান গান 'সাম্য, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব' রোমান্টিক কবি শেলীর মানসে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কাজী নজরুল ইসলাম রাষ্ট্র, সমাজ ও বিভিন্ন স্তরের শাসক-নেতৃত্বের অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, সরাসরি যুদ্ধও করেছেন। শোষিত শ্রেণিদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। সাম্যবাদ নীতি বাস্তবায়নের জন্যই তিনি ছিলেন অন্তঃপ্রাণ। সাম্যবাদ রুখে দিতে নজরুল যুগে যুগে আসেন। নজরুলের কালবৈশাখি, টর্পেডো, সাইক্লোন, অর্ফিয়াসের বাঁশিও কিন্তু কম জোরালো নয়। মানুষ ছিল তাঁর মূল উপজীব্য। নজরুলের 'আমি'-এর মধ্যে আমিত্ব নেই। নজরুলের 'আমি' মুক্তিপিয়াসিদের পথপ্রদর্শক; অন্যায়ের প্রতি, অবিচারের প্রতি প্রবল বিরোধিতা। নজরুলের 'আমি' সমস্ত অত্যাচারী শাসকের প্রতি অস্ত্র, কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা। নজরুলের আমি নষ্ট করেছে ক্ষমতাবানদের তথাকথিত আমিত্ব।

কুলি ও মজুর প্রতীকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরা ঘাম ও রক্ত দেওয়া সমাজের প্রতিনিধি। যাদের মূল অবদানে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সমতা নিশ্চিত করে তাদের অধিকার আদায় করার অঙ্গীকারের নাম কবি নজরুল। ''সভ্যতার সংঘাত'' এড়িয়ে যেতে হবে। কেন সংঘাত হবে? উন্নয়ন ও সভ্যতা নির্মাণে সবাই তো সমান অংশীদার। তবে, উঁচু-নিচু শ্রেণি থাকবে কেন? যাদের মুখ্য অবদান তারা কেন অবহেলিত থাকবে? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় 'কুলি-মজুর' কবিতায়। 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান/তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান' বলে দারিদ্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি নজরুল ইসলাম। বাস্তবতা থেকেই গড়ে উঠতে হবে। মানবতাবাদী কবির প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের বিরাজমান নানান অসংগতি, অবিচার, অন্যায়, অনাচার ও বৈষম্যের প্রতি প্রতিবাদ করা, মূলে আঘাত করা। কবি নজরুল এক্ষেত্রে শতভাগ সফল। সমাজে ঘাপটি-মেরে-থাকা অমানুষদের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্রোহ উগরে দিয়েছেন তিনি, ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় কাজ বা পদক্ষেপের প্রতি রুখে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য একাধিকবার জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন তিনি। তাঁর ৫টি গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলন্ত হয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন শাসকের প্রতি, সমাজের ভ্রান্তনীতির প্রতি। তিনি মানবতার পক্ষে আসলেন 'ধূমকেতু' হয়ে।

'আমার কৈফিয়ৎ' কবি নজরুলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি শ্রেষ্ঠতর কবিতা। কবিতাটি কবি নজরুলের আত্মোপলব্ধির জীবনদর্শন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নজরুলের ভাবনা বা চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এ কবিতায়। কী কী করবেন, কী কী করা উচিততা তিনি এ কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতার শুরুতেই নজরুল বলেন, 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'!/কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঝে তাই সই সবি'। তিনি আসলে মানবতার পক্ষেই ছিলেন। মানুষই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি কোনো পক্ষে জড়িত হননি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মানবতাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফলে, বিভিন্ন দল, মত, ধর্মে বিভক্তরা তাকে প্রতিপক্ষের লোক বলে বিবেচনা করতো। কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মতো এসেছেন, হঠাৎ করেই। তিনি ''ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর.. অসুন্দরের করতে ছেদন'' বলে অভয় দিয়েছেন। নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হলে ধ্বংস অনিবার্য। পুরাতন ভেঙে নতুনের নতুনকে সম্ভাষণ করতে হবে। এজন্য কিছু ক্ষ্যাপা দামাল দরকার 'ঐ ক্ষ্যাপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই (কামাল পাশা)'। বঞ্চিতদের পক্ষে আজীবন সংগ্রাম ও লড়াই। প্রেমের মধ্যেও তিনি বিদ্রোহী হয়েছেন। সাম্যবাদের জয়গান গেয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা কবি পিবি শেলীর কবিতার স্মরণ করতে পারি। তিনিও সকল প্রকার অন্যায়ের বিপক্ষে সাহসী উচ্চারণ করতেন। নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও শেলীর 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড' দুই কবির চেতনা ও দর্শনের সামগ্রিক মুখপত্র বলা যেতে পারে। অন্যায়, বৈষম্য, কুসংস্কার, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কবিতায় জানিয়েছেন জ্বালাময়ী সুর। সাম্যবাদের এমন জয়গান গাইতে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব স্তরের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। মানুষ, সাম্যবাদী, ঈশ্বর, পাপ ইত্যাদি কবিতাসহ বিষের বাঁশি, সর্বহারা, সাম্যবাদ কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় সাম্যবাদের নীতি প্রকাশিত হয়েছে। সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের বীরাঙ্গনা, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য, কুলি-মজুর, চক্রবাক কাব্যের 'ওগো ও চক্রবাকী' ইত্যাদি কবিতায় নারী প্রগতির কথা বলা হয়েছে। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে বিভিন্ন পেশার মানুষ ও তাদের অধিকার নিয়ে লেখা হয়েছে। 'ধীবরের গান', 'শ্রমিকের গান' ও 'কৃষাণের গান'এমন নামীয় কবিতাগুলো বিভিন্ন পেশার জয়গান করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসক ও মহাজন কর্তৃক শোষণ-বঞ্চনার কথা বলা হয়েছে। তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতে বলা হয়েছে। কবি নজরুল এসব দাবি বা অধিকার আদায়ে একাত্মতা প্রকাশ করে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এমন সব কবিতায় কবির সাম্যবাদী রূপ প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থে কবি মুক্তিকামী মানুষের মনের কথা তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূল মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কলম ধরেছেন। তুলে ধরেছেন কবিতার পরতে পরতে। এসব কবিতার বাণী বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। ব্রিটিশরা পরাজিত হলেও এখনকার অনেক শাসক (মহাজন) অবহেলা করে থাকেন। বেতন ও অধিকারের ব্যাপারে অবহেলা করে। তাই এসব কবিতা এখনও প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার চলমান সংগ্রামে নজরুলের কবিতা টনিকের মতো কাজ করতে সক্ষম। শতবাধা আসুক তবুও এগিয়ে যেতে হবে, শৃঙ্খলের বাঁধা ছিঁড়ে ফেলার উপলব্ধিই একমাত্র পাথেয়। এ উপলব্ধি আসলে আমাদের মধ্যেও জারিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা বলি যথা বাধা-বিপত্তিই আসুক ছুঁড়ে ফেলি তা, প্রতিরোধ গড়ি; নজরুলের মতো বলি, 'যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,/মেরে মেরে তা'রে করিনু বিকল'।

নজরুল নিপীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের কবি। শ্রেণীবৈষম্যের শিকার মানুষগুলোই হয়ে ওঠে তার কবিতার বিষয়বস্তু। জীবিকার জন্য শ্রমজীবী মানুষ নজরুলের কবিতায় স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় গণমানুষের ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি ছিলেন একজন গণমুখী সাহিত্যিক; ধর্মান্ধতা, অন্যায়-অবিচার, চরমপন্থা, শোষণ-তোষণ, নিপীড়ন ও সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদী। নজরুলের 'আমি'-এর মধ্যে খুঁজে পাই এক অদম্য মানবিক-চেতনা। বাংলা কবিতায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম। কুলি-মজুর ও শ্রমিক শ্রেণির প্রতি দেখালেন গভীর সহমর্মিতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় দরদ। শোষণ-মুক্তির আহ্বান জানান ক্ষণে ক্ষণে। সাম্যবাদী কাব্যের বীরাঙ্গনা,কুলি-মজুর, মানুষ, রাজা-প্রজা, নারী, পাপ, চোর-ডাকাত প্রভৃতি কবিতায় সাম্যবাদী নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম সাম্যের গান গেয়েছেন, নির্যাতিত মানুষের সাফাই গেয়েছেন। মূলনীতি হিসাবে প্রচার করেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' (মানুষ)।

নজরুল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন যা প্রায় প্রতিটি সমাজে রয়েছে। এসব অপশক্তি স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পর্ককে নড়বড়ে করে দেয়; উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। নজরুল অত্যাচারীদের মুখোশ খুলে দেন এবং শোষকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যারা সামাজিক শ্রেণি, মানব সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করে থাকে এবং যেখানে মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট হয় সেসব অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় সাড়া ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে এক দিবসীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাকলগ্নে, দক্ষিণ জেলায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৯ আগস্ট: 'রক্ত দান জীবন দান' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাকলগ্নে, দক্ষিণ জেলায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।
শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় বিলোনীয়া এমপ্লয়েস রিক্রিয়েশন ক্লাব , দক্ষিণ জেলার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহযোগিতায় , জেলাশাসকের কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন দক্ষিন জেলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাথে ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক, সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক গন।
প্রদীপ প্রজ্জলনের পর উপস্থিত অতিথিগন সহ আয়োজিত শিবিরে বিএসএফ জওয়ান, জেলা ও মহকুমা স্তরের অফিসার এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিন জেলার জেলা শাসক আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে,তিনশো জনের লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন রক্তদানের ক্ষেত্রে আমাদের আগে যে ভয় ছিল সেটা অনেকটা কেটেছে, জেলার বিভিন্ন সানে রক্তদান শিবির করা হচ্ছে,রক্তদানে সকল কে এগিয়ে আসার,এবং সহযোগিতার আহ্বান রাখেন। রক্তদান শিবিরে জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন,বিলোনীয়া পুর পরিষদ,সাংবাদিক, ৪৩ নং বি এস এফ ব্যাটেলিয়ানের জোয়ানরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। আলোচনা শেষে শুরু হয় রক্তদান শিবির,উপস্থিত অতিথিগন রক্তদান শিবির টি পরিদর্শন করেন রক্তদাতা দের সাথে মতবিনিময় উৎসাহিত করেন এবং তাদের বুকে ব্যাচ পরিয়ে দেন। সবশেষে জানা যায় শিবিরে মোট ১৪২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।রক্তদান শিবিরে উপস্থিত স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের মধ্যে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

তেলিয়ামুড়া পাইকারি সবজি বাজারে কর্দমাক্ত অবস্থা, কৃষকদের বিক্ষোভে উত্তাল হাটবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯আগস্ট: অবিরাম বর্ষণে তেলিয়ামুড়া পাইকারি সবজি বাজারে সৃষ্টি হয়েছে কর্দমাক্ত পরিস্থিতি। নবনির্মীয়মান বাজার শেড নির্মাণকাজ এবং দীর্ঘদিন ধরে বাজারের ড্রেনগুলির অচলাবস্থার ফলে বাজার চত্বর একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষকদের সবজি বিক্রির জায়গায় কাঁদার জমাট পরিস্থিতিতে কার্যত নাকাল অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই।
আজ শুক্রবার, সাপ্তাহিক হাটবারে, বাজারে আগত কৃষিজাত পণ্য বিক্রেতারা সম্মিলিত ভাবে এই করুণ অবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানান। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। বিক্ষুব্ধ কৃষকরা প্রতিবাদস্বরূপ বাজারে অবস্থিত কৃষি দপ্তরের অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হলেও কৃষকদের দাবি, যতক্ষণ না স্থায়ীভাবে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁদের প্রতিবাদ চলবে।যদিও দীর্ঘক্ষণ তাদের এই প্রতিবাদ চলার পর প্রশাসনিক আশ্বাসে আশ্বস্থ হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।স্থানীয় কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে ড্রেন পরিষ্কার করে বাজার এলাকার কাঁদা ও নোংরা জল সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাজার শেড নির্মাণকাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে, যাতে বর্ষার দিনে এমন দুর্ভোগ আর না পোহাতে হয়।এই ঘটনায় কৃষকদের ক্ষোভ স্পষ্ট, এবং প্রশাসনের প্রতি তাঁদের দাবি শুধু কাগজে কলমে প্রকল্প নয়, বাস্তবেও দ্রুত পদক্ষেপ হোক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে ৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন এসএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির

আগরতলা, ৯আগস্ট: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে ৪ দফা দাবিতে এসএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।
ডেপুটেশন শেষে এসএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্ব জানিয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে গোটা রাজ্যব্যাপী একটি অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের পর থেকে প্রতিবছরই ডিগ্রি কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। বিশেষ করে নিজেদের ইচ্ছেমতো সাবজেক্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সকল ঘটনায় উচ্চশিক্ষা দপ্তর যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার দাবি জানানো হয়েছে এদিন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠন সঠিকভাবে হচ্ছে না, বহিরাগতদের আনাগোনা লেগে থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যা নিঃসরণে শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিতে এদিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।
শিক্ষা অধিকর্তা দাবি গুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন এবং অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধি দল।।

রাখী পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ আগস্ট: রাখি পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু হল। প্রতি বছর রাখি পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে চন্দ্রনাথ লেনে অবস্থিত প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারীজ ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে থাকে। সেই রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে প্রথমে সেন্টারে সম্মুখে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি সূচনা হয়।
পরবর্তীতে সেন্টারে আসা ভাই বেহেনজিদের মধ্যে রাখির মাহাত্ম্য আলোচনা করে হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। রাখি বন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি থাকবে বলে জানান সেন্টারের সঞ্চালিকা বি কে মামনি। পাশাপাশি রাখি বন্ধন উৎসব কেন পালন করা হয় তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন সাংবাদিকের সামনে।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিশেষ সাফল্য দেখাচ্ছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ আগস্ট: বর্তমানে খেলাধুলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিশেষ সাফল্য দেখাচ্ছে। রাজ্যের খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পদক জিতে আনছেন। খেলাধুলায় রাজ্য যে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তারই নিদর্শন। আজ কৈলাসহর মহকুমার দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজে সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ (এস্টো টার্ফ) এবং রাজ্যভিত্তিক অনুর্ধ ১৫ বছর বালকদের সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, এর আগে শুধুমাত্র আগরতলায় বড় ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু বর্তমান সরকার রাজ্যের প্রতিটি জেলায় খেলাধুলার বড় আসরের আয়োজন করছে। প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা যাতে উদ্বুদ্ধ হয় সেই লক্ষ্যে সমগ্র রাজ্যেই খেলাধুলার আসরের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সবাইকে সমান সুযোগ দিতে বিশ্বাস করে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই নীতি নিয়ে রাজ্য সরকার এগিয়ে চলেছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা কেশব কর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লাকি পাল দাস, উনকোটি জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী জসেফ ডার্লং, ডার্লং সম্প্রদায়ের সমাজপতি নাইথিংগা ডার্লং প্রমুখ। উল্লেখ্য, রাজ্যভিত্তিক সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১০ আগস্ট পর্য্যন্ত চলবে। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী দল দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আজ উদ্বোধনী ম্যাচে খোয়াই জেলা ৩-১ গোলে সিপাহীজলা জেলাকে পরাজিত করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ৯টি দল অংশ নিয়েছে। রাজ্যের ৮টি জেলা ছাড়াও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ (এস্টো টার্ফ) নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

পুতুল ও খেলনা শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: চাপা মাটির কাজে নিয়োজিত কারিগরদের উৎসাহিত করার জন্য আম্বেদকর হস্তশিল্প বিকাশ যোজনার অধীনে ৬ দিনব্যাপী পুতুল ও খেলনা শিল্পের উপর উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পুতুল ও খেলনা শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কমিশনার।
এই ছয় দিনের কর্মসূচিতে নির্বাচিত কুড়িজন কারিগরকে ক্রাফটস টু কমার্স সম্পর্কে শিক্ষিত করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ব্র্যান্ডিং, ডিজাইন প্রযুক্তি,, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং ই-কমার্স, -হাইব্রিড মডিউল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং কলকাতা থেকে মৃৎশিল্পের প্রযুক্তি এবং প্যাকেজিং, বিশেষ প্রশিক্ষণ অ্যাকাউন্টিং, যোগ্যতাসম্পন্ন সিএ এবং আইটি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জিএসটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
কারিগরদের ইডিএফ প্রশিক্ষণকে বাস্তবে সম্পর্কিত করতে সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট মাঠ পরিদর্শনেরও আয়োজন করা হবে।এই ইডিএফ-এর চূড়ান্ত ফলাফল হল মেলাঘর, সিপাহিজলা, ত্রিপুরার ৪৫০ জনেরও বেশি পোড়ামাটির কারুশিল্পের কারিগরকে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্রযোজক সংস্থা গঠন করা। ভবিষ্যতে মেলাঘর এলাকার মৃৎশিল্প কারিগরদের সামগ্রিক উন্নয়নের ইডিএফ সিএফসি, এম্পোরিয়াম এবং আরও অনেক উদ্যোগের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

৬ আগরতলা যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৯ আগস্ট: প্রদেশ বিজেপির সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্তের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৬ আগরতলা যুব মোর্চা তরফ থেকে আগরতলার জিবি ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে এদিন প্রায় ৬৪ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন বলে জানা গেছে। এদিনের শিবিরে যুব মোর্চার সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত।
এদিনের এই রক্তদান শিবির সম্পর্কে ৬ আগরতলা যুব মোর্চা সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে এ রক্তদান শিবিরে ৬৪ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে বিশেষ অভিযান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া ৯ আগস্ট: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তত্ত্বাবধানে বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার এবং বিলোনিয়া ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় সিওটিপিএ আইন ২০০৩ অভিযান চালানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিলোনিয়া থানার যৌথ অভিযানে, ধারা ৪ অর্থাৎ জনসাধারণের স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ, তামাক আইনের ৬(ক) অর্থাৎ আঠারো বছরের কম বয়সী যেকোনো ব্যক্তির কাছে সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধকরণ এবং ধারা ৬(খ) অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
অভিযানে ধারা ৪, ৬(ক) এবং ৬(খ) এর অধীনে ১০ জন দোকানদারকে জরিমানা করা হয়েছে ১৬১০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস বলেন, তামাক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অবহিত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মাদক পরিদর্শক কর্মকর্তা আদিত্য প্রকাশ চাকমা, জেলা নোডাল অফিসার ডাঃ অলক দাস, জেলা পরামর্শদাতা অরিজিৎ দাস এবং বিলোনিয়া থানার পুলিশ বাহিনী। ডাঃ অলক দাস জানান যে আগামী দিনগুলিতেও এই ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কৈলাশহরের সন্দীপন সংস্কৃতি সংস্থার ৪০ তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ আগস্ট: কৈলাশহরের সন্দীপন সংস্কৃতি সংস্থার ৪০ তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে আইএলএস হাসপাতালে সহযোগিতায় কৈলাশহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাশহরের সন্দীপন সংস্কৃতি সংস্থার ৪০ তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে আজ কৈলাসহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরটি পরিচালনা করে আগরতলা স্থিত আইএলএস হাসপাতাল ও কৈলাসহর পৌর পরিষদ।
এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রী টিংকু রায়, কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ইউরোলজিস্ট ডাক্তার রাহুল এম শর্মা, কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার নীলাঞ্জন মজুমদার মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডাক্তার দীপঙ্কর পাল সহ আরো অনেকেই।
প্রথমেই অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তুলা দিয়ে বরণ করা হয়, এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে একটি গান করা হয়, এরপর মন্ত্রী স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন করেন এবং নিজের পেশার চেক করেন।

গাড়ির গোপন চেম্বারে গাঁজা পাচার খোয়াই বেলফাং নাকা পয়েন্টে পুলিশের জালে ১, উদ্ধার ৩৭ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: খোয়াইয়ে নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়কের বেলফাং নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে একটি গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে ৩৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুরে বাইখোরা থানার পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা যৌথভাবে বেলফাং নাকা পয়েন্টে নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল। সেই সময় একটি অল্টো গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে তার দরজার ভেতরে এবং গাড়ির অন্যান্য অংশে তৈরি বিশেষ গোপন চেম্বার থেকে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। পাচারকারীরা অত্যন্ত অভিনব উপায়ে এই গাঁজা লুকিয়ে রেখেছিল।
পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চালককে গ্রেপ্তার করেছে।
তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচারের ছক ছিল, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই চক্রের মূল পাণ্ডাদের খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী যথাযোগ্য মর্যাদা ধর্মীয় ভাব গম্বীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে

আগরতলা, ৯ আগস্ট: এ বছরও আগরতলায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী যথাযোগ্য মর্যাদা ধর্মীয় ভাব গম্বীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ আগস্ট জন্মাষ্টমী উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।
প্রসঙ্গত, ১৯৩৫ সালে স্থাপনার পর থেকে ত্রিপুরা যাদব মহাসভা বিগত ৯০ বছর যাবৎ রাজ্যবাসীর সার্বিক কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলেছে। আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে বনমালীপুরের ভক্তকূলের আর্থিক সহায়তায় বনমালীপুরের লক্ষীনারায়ণ বাড়ী রোডে ছোট্ট আকারে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। সময়ের তালে তালে এবং ভক্তকূলের প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের পরিকাঠামো ধাপে ধাপে বাড়ানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে প্রতিদিন দুপুরে এবং সন্ধ্যাবেলায় নাম সংকীর্তণ এবং অন্নপ্রসাদ বিতরণ চালু হয়েছে।
ত্রিপুরা যাদব মহাসভার উদ্যোগে এবারেও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব ঘটা করে উদ্যাপিত হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা আগামী ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে ত্রিপুরা যাদব মহাসভার উদ্যোগে আয়োজিত ৭৪তম শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং নিগমের স্থানীয় (২০ নম্বর ওয়ার্ড) কর্পোরেটর শ্রীমতি রত্না দত্ত। ৭৪তম শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসবের।

বিশ্রামগঞ্জ বাসে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: বিশ্রামগঞ্জ বাসে ভাঙচুর কাণ্ডে ধৃত সরকারি কর্মচারী সঞ্জীব দেববর্মাকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত বিশ্রামগঞ্জ কাণ্ডে ধৃত সরকারি কর্মচারী সঞ্জীব দেববর্মাকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে বিশালগড় থানায় যাত্রী সহ বাস গাড়িতে আক্রমণ ,ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে সরকারি কর্মচারী সঞ্জীব দেববর্মাকে। এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের আটক করার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য একটি যাত্রী বাসে আগরতলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে এক যুবতীকে বাসে এক যুবক শ্লীলতা হানি করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্রামগঞ্জে গাড়ী আটক করে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ

জাতীয় অলিম্পিয়াড কর্মসূচি ২০২৫-২০২৬

বিষয়: জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জুনিয়র সায়েন্স

যে সকল শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে চান, তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা (এনএসইএস)-তে অংশগ্রহণ করতে হবে (বিজ্ঞান বিষয়গুলির জন্য), যা ২২ ও ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স (আইএপিটি) পরিচালনা করবে।

২০২৬ সালের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ হল এনএসই-তে উত্তীর্ণ হওয়া।

নিবন্ধনের জন্য সার্চ করুন:

NSEs: https-//www.iapt.org.in (২১ আগস্ট — ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

বিস্তারিত জানতে সার্চ করুন:

https://olympiads.hbcse.tifr.res.in

https://www.iaptforg.in

cbc48143/12/0005/2526

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে গণ্ডাছড়ায় হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৯ আগস্ট: শুক্রবার ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। ওই দিনটিকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে গোটা দেশের সাথে রাজ্যের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসন।
আসন্ন ১৫ আগস্ট দিনটিকে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালন করার লক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির মধ্যে গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার সাতসকালে হর ঘর তিরঙ্গা নামে সাড়া জাগানো বাইক ব্যালি অনুষ্ঠিত করলো সরকারী কর্মচারী এবং বিভিন্ন সমাজসেবীরা। শুক্রবার সকালে গন্ডাছড়া মহকুমার ডাকবাংলো মাঠ থেকে কয়েকশো যুবক বাইক নিয়ে ব্যালি সংগঠিত করেন। ওই বাইক ব্যালিটি ডাকবাংলো মাঠ থেকে শুরু হয়ে ধলাঝারি, গাছবাগান এবং রামনগর বাজার হয়ে সরমা, নারায়ণপুর হয়ে মনোরঞ্জনদাস পাড়ার পিছলি গাছ চৌমুহনিতে হাজির হয়। সেখান থেকে ব্যালিটি পুনরায় ডাকবাংলো মাঠে পৌছায়। সেখানে সকলে সম্মিলিত ভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে আসন্ন স্বাধীনতা দিবসটিকে সম্মান জানান। বক্তব্য রাখেন ব্যালির নেতৃত্বে থাকা স্বাধীনতা প্রেমীরা। শুক্রবারের ওই বাইক ব্যালির নেতৃত্বে ছিলেন মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং, ডিসিএম দিলীপ দেববর্মা এবং ডিসিএম রূপম দাস। দীর্ঘদিন পর সাড়া জাগানো একটি বাইক ব্যালি প্রত্যক্ষ করে খুশী মহকুমাবাসী।

শনিবার আগরতলায় তৃতীয় লঙ্গের উদ্যোগে ত্রিপুরা কোয়ার প্রাইড র‍্যালি আয়োজিত হয় আগরতলার রাজপথে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সহজ উপায়ে বিফ সিজলিং রান্না

শিশুরা প্রায়ই চাইনিজ খাবার খাওয়ার আবদার করে। রেস্টুরেন্টে না গিয়ে বাসাতেই কিন্তু বানিয়ে ফেলা যায় চাইনিজ আইটেম। চাইনিজ রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন মজাদার বিফ সিজলিং। আইটেমটির সহজ রেসিপি জেনে নিন।

২৫০ গ্রাম গরুর মাংস লম্বা করে কেটে নিন। ১ চা চামচ আদা বাটা, ১ চা চামচ রসুন বাটা, আধা চা চামচ জিরা বাটা, স্বাদ মতো লবণ, মরিচের গুঁড়া, ১ চা চামচ ভিনেগার ও একটি ডিম দিয়ে মেখে নিন মাংসের টুকরাগুলো। ৩০ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখুন। এরপর এর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিন। মাংসের টুকরোগুলো একটি একটি করে উঠিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। ১০ থেকে ১২ মিনিটের মতো সময় নিয়ে ভাজবেন। তেল থেকে উঠিয়ে রেখে দিন। প্যানে সামান্য তেল গরম করে ১ চা চামচ রসুন কুচি ভেজে নিন। বাদামি রঙ হয়ে আসলে ১/৪ কাপ করে ক্যাপসিকাম, গাজর ও বড় টুকরা করা পেঁয়াজ দিন। গাজর ও ক্যাপসিকাম লম্বাটে করে কেটে নেবেন। কয়েকটি কাঁচা মরিচ ফেড়ে দিয়ে দিন। স্বাদ মতো লবণ ও সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নাড়ুন। ২ মিনিট পর ভেজে রাখা মাংসের টুকরো দিয়ে দিন। একটি বাটিতে ১ টেবিল চামচ সয়া সস, ২ টেবিল চামচ সুইট চিলি সস, ২ টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ ও ১ টেবিল চামচ ওয়েস্টার সস মিশিয়ে নিন। সসের মিশ্রণ দিয়ে দিন মাংসের প্যানে। নেড়ে নিন ভালো করে। আধা কাপ পানির সঙ্গে ১ টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার মিশিয়ে ধীরে ধীরে ঢেলে দিন প্যানে। ২ মিনিট নাড়ুন। একটি প্যান গরম করে ৩ টেবিল চামচ মাখন দিয়ে দিন। চুলার জ্বাল বন্ধ করে নেবেন। মাখন গলে গেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নেড়ে ঢেলে দিন বিফ সিজলিং। ভালো করে নেড়ে তারপর পরিবেশন করুন।

স্পেশাল ডাবের পায়েস

জন্মদিন হোক বা পুজো-পার্বণ, বাঙালির যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানের মেনুতে পায়েস থাকবেই থাকবে। পায়েস খেতে ভালবাসেন না, এমন মানুষ খুবই কম। বেশিরভাগ সময়ই আমরা চালের পায়েস, সিমাইয়ের পায়েস খেয়ে থাকি। কখনও কখনও ছানার পায়েসও খেয়ে থাকবেন। কিন্তু ডাবের পায়েস কি খেয়েছেন কখনো? তাহলে চটজলদি জেনে নিন এই নতুন ধরনের এই পায়েসের রেসিপি। উপকরণ:-

এক লিটার দুধ
এক বাটি ডাবের শাঁস
১০০ গ্রাম ছানা
সামান্য গোলাপ জল
স্বাদমতো চিনি
৫০ গ্রাম কনডেন্সড মিল্ক
কয়েকটা পেস্তা
কয়েকটা কাজুবাদাম ও কিশমিশ
এক চিমটে এলাচ গুঁড়ো

পদ্ধতি:- প্রথমে দুধ জ্বাল দিতে বসান। দুধ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ঘন করে নেবেন। এবার একটি বড় শাঁসযুক্ত ডাবের জলটা বার করে নিন। এবার শাঁসটা বার করে মিক্সিতে পিষে নিন। ছানা জল ঝরিয়ে ভাল করে মেখে রাখবেন। ড্রাই ফ্রুটসগুলো আগে থেকে জলে ভিজিয়ে রেখেখোসা ছাড়িয়ে রাখবেন। এরপর দুধের মধ্যে গোলাপ জল, চিনি, কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফোটাতে হবে। মিশ্রণটি ফুটে ঘন হয়ে এলে তাতে ছানা দিয়ে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। এরপর ডাবের শাঁস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। পায়েস তৈরি হয়ে এলে উপর থেকে পেস্তা, কাজু ও কিশমিশ ছড়িয়ে মিশিয়ে নিন ভাল করে। তারপর আঁচ বন্ধ করে দেবেন। এক চিমটে এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দেবেন, তাহলে পায়েস আরও সুস্বাদু হবে।

জলখাবারে পাউরুটি দিয়ে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ব্রেড পিৎজা পকেট

ছোটো থেকে বড়ো অনেকেই সকালের জলখাবার হোক বা বাচ্চার স্কুলের টিফিনে হোক পাউরুটি খেতে পছন্দ করেন। পাউরুটি দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবার বানাতেও খুব সময় কম লাগে, আর খেতেও অত্যন্ত টেস্টি হয়। তাই অনেকেই বাড়িতে বেশি করে পাউরুটি মজুত করে রাখেন। জ্যাম পাউরুটি, স্যান্ডউইচ, মাখন পাউরুটি, পাউরুটির উপমা- সচরাচর এগুলোই প্রত্যেক বাড়িতে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিদিন একই রকম খাবার খেতে কারোরই ভালোলাগে না। তাই আজ আপনাদের জন্য রইল পাউরুটির একেবারে অন্য স্বাদের একটি রেসিপি, ব্রেড পিৎজা পকেট। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই ব্রেড পিৎজা পকেট।

উপকরণ:-
৫-৬টা পাউরুটি স্লাইস
একটা মাঝারি মাপের ক্যাপসিকাম কুচানো
একটি ছোটো সাইজের গাজর
আধা চা চামচ চিলি ফ্লেক্স
২টো চিজ কিউব
স্বাদ অনুযায়ী লবণ
১টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ
৩ টেবিল চামচ ভুট্টা
৩ টেবিল চামচ পিৎজা সস
আধা চা চামচ অরিগানো
কয়েক কোয়া রসুন
পরিমাণমতো তেল

পদ্ধতি:- প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে রসুন কুচি এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন। তারপর গাজর কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি এবং কর্ন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিন। এরপর স্বাদ অনুযায়ী লবণ, অরিগানো ও চিলি ফ্লেক্স দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিন। এবার পিজ্জা সস এবং চিজ গ্রেট করে দিয়ে দিন। এক মিনিট মতো ভেজে আঁচ নিভিয়ে দিন। পাউরুটির ধারগুলি কেটে একটু বেলে নিন। এবার পাউরুটির মধ্যে ১-২ চামচ সবজির পুর দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিন। পাউরুটির চারধারে কয়েক ফোঁটা জল লাগিয়ে অর্ধেক ভাঁজ করে নিন। তারপর ধারগুলি চেপে চেপে আটকে দিন। এই ভাবে সবকটা পাউরুটি তৈরি করে ফেলুন। একটি নন-স্টিক প্যানে ৩ টেবিল চামচ তেল গরম করে পাউরুটিগুলি এপিঠ ওপিঠ ভেজে নিন। গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। টমেটো কেচাপ সহযোগে পরিবেশন করুন ব্রেড পিৎজা পকেট।

বাড়িতে ট্রাই করে দেখুন ছানার পরোটা

ছুটির দিনে সবারই একটু অন্যরকম খেতে ইচ্ছা করে। আর ছুটির দিনে বেশির ভাগ বাড়িতেই লুচি পরোটা হয়ে থাকে। এবার বাড়িতেই সকলের জন্যে বানিয়ে ফেলুন ছানার পরোটা আর সঙ্গে নতুন আলুরদম। ছানায় ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকে, যা হাড়ের জন্য খুবই ভালো। এতে হাড়ও মজবুত থাকে। এটি ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনাও কমায়। ছানায় ভিটামিন ডি-এর উপস্থিতির জন্যই আবার অস্টিওপোরোসিস মহিলাদের জন্যও খুবই উপকারি। ছানায় প্রোটিনের মাত্রা বেশ ভালো থাকে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক, ছানার পরোটা কিভাবে তৈরি করবেন।

উপকরণ:-
এক কাপ ছানা
৫০০ গ্রাম ময়দা
হাফ চা চামচ আদা বাটা
হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো
স্বাদ মতো নুন
পরিমাণমতো তেল

প্রণালি:- বাড়িতে দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরি করে নিতে পারেন। আবার মিষ্টির দোকান থেকেও ছানা কিনে আনতে পারেন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে নিন। তাতে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর স্বাদ মতো নুন দিয়ে মিশিয়ে নিন। এতে জল ঝরিয়ে রাখা ছানা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর ময়দা মেখে নিন নরম করে নিতে হবে। ময়দার মন্ড থেকে ছোটো ছোটো লেচি কেটে তার ভিতরে ছানার পুর ভরে নিন। এবার সবকটা পুর ভরা লেচি পরোটার আকারে বেলে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে সবকটা পরোটা ভালো করে ভেজে নিন। তবে লক্ষ্য রাখবেন পরোটাগুলো যেন খুব বেশি কড়কড়ে না হয়ে যায়। সবকটা পরোটা ভাজা হয়ে গেলে নতুন আলুর দমের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম গরম ছানার পরোটা।

সুজির গোলাপ জাম

ছানা ছাড়া মিষ্টি তৈরি করা যায় না, আমরা প্রায় সকলেই তা মনে করি। যদিও এই ধারণা একেবারেই ভুল। ঘরে সুজি থাকলে তা দিয়েই তৈরি করে ফেলুন নরম তুলতুলে গোলাপ জাম। স্বাদ হবে এক্কেবারে দোকানের মত। তাহলে জেনে নিন কী ভাবে বানাবেন এই সুজির গোলাপ জাম।

উপকরণ:-
১ কাপ সুজি,
দেড় কাপ দুধ,
পরিমাণমতো ঘি,
৪ চা চামচ গুঁড়ো দুধ,
স্বাদ অনুযায়ী চিনি।
চিনির সিরার উপকরণ:-
দেড় কাপ চিনি,
৩ কাপ জল,
২-৩টে এলাচ,
এক চিমটি কেশর।

প্রণালী:- সুজির গোলাপ জামের রস তৈরি করার জন্য, সসপ্যানে চিনি ও জল দিয়ে ফোটাতে থাকুন। জল ফুটে উঠলে তাতে কেশর এবং এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে দিন। কেশর চাইলে নাও দিতে পারেন। জল ফুটে একেবারে ঘন হয়ে এলে আঁচ নিভিয়ে দিন। এবার কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে দুধ ঢেলে দিন। দুধ ফুটে ঘন হয়ে এলে গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিন। দুধ অর্ধেক হয়ে এলে তাতে সুজি দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ রান্না করার পর দেখবেন সুজির একটা মণ্ড তৈরি হয়ে গেছে। এরপর নামিয়ে নিন। কয়েক মিনিট পর গরম অবস্থাতেই সুজির মণ্ডকে ময়ান দিতে হবে। মিনিট দশেক মতো ময়ান দিতে থাকুন। এতে পরিমাণমতো গুঁড়ো দুধ দিয়ে ফের কিছুক্ষণ ময়ান দিন। এরপর সুজির মণ্ড থেকে ছোটো ছোটো লেচি কেটে গোল্লা পাকিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে মিষ্টিগুলো লালচে করে ভেজে তুলে নিন। তারপর সরাসরি চিনির সিরায় ডুবিয়ে দিন। মিনিট দশেক মিষ্টি সমেত চিনির সিরা ফুটিয়ে নিন। আঁচ নিভিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রাখুন। তারপর পরিবেশন করুন নরম তুলতুলে গোলাপ জাম।

চটজলদি বানিয়ে ফেলুন স্প্যাগেটি মিটবল

ছুটির দিনে সন্ধে হলেই মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছা করে অনেকেরই। প্রায়ই দোকান থেকে চাউমিন, রোল, চপ, পকোড়া, শিঙাড়া কিনে আনা হয়। কিন্তু রোজ রোজ বাইরের খাবার খাওয়াও ঠিক না, তাহলে রোগভোগ অনিবার্য। তাই সন্ধের জন্য বাড়িতেই বানিয়ে নিন স্প্যাগেটি মিটবল। জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই স্প্যাগেটি মিটবল।

উপকরণ:-
এক পাউন্ড প্যাকেট স্প্যাগেটি
এক কাপ চিকেন বা মটন কিমা
একটা ডিম পেঁয়াজ কুচি
পরিমাণমতো কয়েক কোয়া রসুন কুচি
পরিমাণমতো কাঁচা লঙ্কা কুচি
১ কাপ টম্যাটো বাটা ধনেপাতা কুচি
পরিমাণমতো আধা কাপ ব্রেড ক্রাম্বস
আধা কাপ পনির গ্রেট করা
১টি তেজপাতা
১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
স্বাদমতো নুন
সাদা তেল

পদ্ধতি:- প্রথমে স্প্যাগেটি সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। এরপর মাংসের কিমা, ব্রেড ক্রাম্বস, ধনেপাতা কুচি, পনির, ডিম, রসুন কুচি, নুন ও কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে মাখিয়ে নিন ভালো করে। এই মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে ছোটো ছোটো বলের আকারে গড়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে মিটবলগুলো ভালো করে ভেজে তুলে নিন। ওই তেলেই তেজপাতা আর পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন। তারপর একে একে টম্যাটো পিউরি, গোলমরিচ গুঁড়ো ও নুন দিয়ে নেড়ে নিন। গ্রেভি ফোটা শুরু হলে মিটবলগুলো দিয়ে ঢেকে দিন। হালকা আঁচে ১০ মিনিট মতো রান্না করুন। এবার প্লেটে সেদ্ধ স্প্যাগেটি দিয়ে ওপরে মিটবল ও সস ছড়িয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন স্প্যাগেটি মিটবল।

রেস্তোরার মতো লা জবাব চিকেন শাশলিক

মুরগির মাংস দিয়ে যে পদই বানানো হোক না কেন, তার স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। বাড়িতে খুব কম খাটুনিতেই তৈরি করতে পারবেন লা-জবাব চিকেন শাশলিক। বোনলেস চিকেনের সঙ্গে ভেজিটেবলের ক্রাঞ্চিনেস, মুখে পড়লেই মন ভরে যাবে। চলুন তাহলে জেনে নিন চিকেন শাশলিক কিভাবে তৈরি করবেন।

উপকরণ:-আধ কেজি বোনলেস চিকেন, ২টো মাঝারি মাপের টমেটো, ২ টেবিল চামচ টক দই,
আদা বাটা, রসুন বাটা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, ২ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, ১টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ, ১টি ক্যাপসিকাম, কয়েক কোয়া রসুন, ১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, টমেটো পিউরি, পরিমাণমতো মাখন। প্রণালী:- পেঁয়াজ, টমেটো ও ক্যাপসিকাম কিউব করে কেটে নিন। এরপর মুরগির মাংস জলে ধুয়ে নেবেন ভালো করে। এবার একটি বাটিতে টক দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন এবং টমেটো পিউরি একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। এবার মশলার সঙ্গে মুরগির মাংস মাখিয়ে নিন। এর সঙ্গে পেঁয়াজ, টমেটো ও ক্যাপসিকাম কুচিও মিশিয়ে নেবেন। ২-৩ ঘণ্টার ঢাকা দিয়ে ফ্রিজে রাখুন। কাঠিতে এক এক করে ক্যাপসিকাম, টমেটো, পেঁয়াজ এবং চিকেনের পিসগুলো সাজিয়ে নিন। তারপর মাখন ব্রাশ করুন। এরপর ঢিমে আঁচে গ্রিল করুন। চিকেনের টুকরোগুলো লাল হলে গেলেই তৈরি চিকেন সাসলিক। পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন চিকেন শাশলিক।

মসুর ডালের পোলাও

ছোটো থেকে বড়ো সবাই পোলাও খেতে পছন্দ করেন। বাড়িতে বা অনুষ্ঠানে সাধারণত বাসন্তি পোলাও রান্না হয়ে থাকে। তবে কখনো মসুর ডালের পোলাও খেয়েছেন? একদম অন্য স্বাদের এই পদটি পছন্দ হবে প্রায় সব ভোজন রসিকদেরই। তাহলে এবার চেখে দেখুন মসুর ডালের পোলাও। জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই মুসুর ডালের পোলাও।

উপকরণ:-
পরিমাণমতো বাসমতি রাইস
পরিমাণমতো মুসুর ডাল
পেঁয়াজ কুচি
টমেটো কুচি
আদা বাটা
কয়েকটা বড় এলাচ, লবঙ্গ
২টো শুকনো লঙ্কা
গোটা জিরে
২টো তেজ পাতা
১ চামচ হলুদ গুঁড়ো
২ কাপ নারকেল দুধ
১ কাপ বেরেস্তা
স্বাদ মতো লবণ
পরিমাণমতো ঘি

পদ্ধতি:- চাল ও ডাল এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ভালো করে জল ঝরিয়ে নিন। এরপর প্যানে ঘি গরম করে তাতে তেজ পাতা, জিরে, লবঙ্গ, বড় এলাচ, শুকনো লঙ্কা, আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন কিছুক্ষণ। এরপর জল ঝরিয়ে রাখা ডাল দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। এবার এতে নারকেলের দুধ দিয়ে মিশিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। এরপর চাল, চিনি, লবণ দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন। মাঝে মাঝে নেড়ে দেবেন। প্রয়োজনে হালকা গরম জল দিয়ে ঢেকে ঢেকে রান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে নামানোর আগে উপর থেকে বেরেস্তা ও ঘি ছড়িয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মুসুর ডাল পোলাও।

নতুন পোশাক পরার আগে কি ধুয়ে নেওয়া উচিত

তৈরি পোশাকই হোক কিংবা হোক কাপড় কিনে বানানোপরার আগে পোশাক ধুয়ে নেন না অনেকেই

তৈরি পোশাকই হোক কিংবা হোক কাপড় কিনে বানানোপরার আগে পোশাক ধুয়ে নেন না অনেকেইছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

নতুন পোশাকের ঘ্রাণ অনেকেরই পছন্দ। অবশ্য কারও কারও সেই ঘ্রাণ ভালো না-ও লাগতে পারে। ব্যক্তিগত ভালো লাগা না—লাগার চেয়ে অবশ্য স্বাস্থ্যের দিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখুন, একটা পোশাক আপনার হাতে পৌঁছানোর আগে কত হাতই না ঘুরে আসে! কাপড় তৈরি, রং করা ও সেলাইয়ের নানান ধাপ পেরিয়ে তবেই না তৈরি হয় পোশাক। সেই পোশাক সাজানো হয় ডিসপ্লেতে। 'ফ্রেশ পিস' নিলেও যে তা পুরোপুরি 'ফ্রেশ', তার নিশ্চয়তা কী? কেউ তো ওই পোশাকটি গায়ে চড়িয়ে ট্রায়ালও দিয়ে থাকতে পারেন। হয়তো মনমতো না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা কেনেননি এক বা একাধিক ব্যক্তি। কেউ কেউ তো পোশাক কেনার কিছুদিন পরও বদলে নেন।

কিন্তু এসব কারণে কি কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হয়? বছরের পর বছর ধরে অনেকেই নতুন পোশাক না ধুয়ে পরেছেন, তাতে তো কোনো সমস্যা হয়নি কোনো দিন। ব্যাপারটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই অনেকে এভাবে পোশাক ব্যবহার করেন। তাহলে এই ঈদে আপনি কী করবেন? ঈদের আগে পোশাক ধুয়ে নেবেন, নাকি নেবেন না? শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মতলেবুর রহমান জানালেন এর উত্তর।

না ধুয়ে নতুন পোশাক পরলে যা হতে পারে

কাপড়ে নানান রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসবের কিছু অংশ রয়ে যেতে পারে পোশাকে। তাই পোশাক না ধুয়ে পরলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে। ত্বক লালচে হয়ে যেতে পারে, চুলকাতে পারে। বিশেষত কারও যদি কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিকে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হাতের স্পর্শে কাপড় ময়লা হয়। অনেকেই হাঁচি-কাশির আদবকেতা মানেন না। কেউ কেউ হাতের তালু দিয়ে হাঁচি-কাশি চাপেন, আবার কেউ কেউ মুখ বা নাকের ভেতর আটকে থাকা কিছু বের করেন হাত দিয়ে। এরপর হাত পরিষ্কার না করেই যেকোনো কাজে হাত দেন।

কাপড় প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে আপনার কাছে তা পৌঁছানো পর্যন্ত ঠিক কোন কোন মানুষ অপরিষ্কার হাতে তা স্পর্শ করেছেন, তা আপনি জানেন না। বুঝতেই পারছেন, আপাতদৃষ্টে ঝকঝকে পোশাকেও ময়লা এবং জীবাণু থাকতে পারে। একজনের হাত থেকে কাপড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যজনের কাছে।

কোনো ক্রেতা পোশাকটি ট্রায়াল দিয়ে থাকলে তো কথাই নেই। তাঁর দেহের ঘাম ও জীবাণু লেগে থাকতে পারে পোশাকে। ওই ব্যক্তির ছোঁয়াচে চর্মরোগ থাকলে তাতেও আক্রান্ত হতে পারেন আপনি। এভাবে ছড়াতে পারে উকুনও।

নতুন পোশাক না ধুয়ে পরা হলে এত সব সমস্যার যেকোনোটিতেই ভুগতে হতে পারে। সবার ক্ষেত্রেই যে এমনটা ঘটে, তা নয়। তবে এক শ জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যদি তা ঘটে, আর সেই ব্যক্তি যদি আপনিই হন, তাহলে তো মুশকিলই বটে।

শনিবার আগরতলার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক আয়োজিত হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অসম ও ত্রিপুরার জন্য বিদ্যমান সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম অফ স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ (এসডিপি)-এর আওতায় চারটি নতুন ক্ষেত্রে মোট ৪,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লি: ৯ আগস্ট ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ অসম ও ত্রিপুরার জন্য বিদ্যমান সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম অফ স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ (এসডিপি)-এর আওতায় চারটি নতুন ক্ষেত্রের জন্য মোট ৪,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ:

অসমের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভারত সরকার এবং অসম সরকার স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এম.ও.এস) অনুসারে অসমের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম/অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৫০০ কোটি টাকা।

ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি/ডিমাসা পিপলস সুপ্রিম কাউন্সিলের উত্তর কাছাড় হিলস স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিল (এন.সি.এইচ.এ.সি) এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন করা হয়েছে অসমের ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডি.এন.এল.এ)/ডিমাসা পিপলস সুপ্রিম কাউন্সিল (ডি.পি.এস.সি) গ্রুপের সঙ্গে ভারত সরকার এবং অসম সরকার স্বাক্ষরিত এম.ও.এস অনুসারে।

অসমের উলফা গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভারত সরকার এবং অসম সরকার স্বাক্ষরিত এম.ও.এস অনুসারে অসম রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ তুইপ্রা (এল.এল.এফ.টি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ.টি.টি.এফ) গ্রুপের সঙ্গে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার স্বাক্ষরিত এম.ও.এস অনুযায়ী ত্রিপুরার আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আর্থিক প্রভাব:

প্রস্তাবিত চারটি নতুন ক্ষেত্রে জন্য সামগ্রিক ব্যয় হবে ৭,২৫০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৪,২৫০ কোটি টাকা অসম (৪ হাজার কোটি টাকা) এবং ত্রিপুরার (২৫০ কোটি টাকা) জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজগুলির বিদ্যমান সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমের আওতায় প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট ৩,০০০ কোটি টাকা আসাম রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্থান রাখবে।

ভারত সরকার, অসম ও ত্রিপুরার রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র অনুযায়ী, চলতি অর্থ বছর থেকে অর্থাৎ ২০২৫ - ২৬ থেকে ২০২৯ - ৩০ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য আসামের তিনটি ক্ষেত্রের জন্য ৪,০০০ কোটি টাকা এবং ২০২৫ - ২৬ অর্থবছর থেকে ২০২৮ - ২৯ অর্থবছর পর্যন্ত চার বছরের জন্য ত্রিপুরার জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা:

পরিকাঠামো ও জীবিকা প্রকল্পগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

দক্ষতা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি এবং স্থানীয় শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে যুবসমাজ ও মহিলারা উপকৃত হবেন।

এতে স্থিতিশীলতা আসবে।

উপকারিতা:

এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসম ও ত্রিপুরার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে সমতা বৃদ্ধি পাবে:

এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যমান সরকারি প্রকল্প থেকে পর্যাপ্তভাবে উপকৃত না হওয়া দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যুব ও মহিলাদের জন্য জীবিকা কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়বে।

দেশের অন্যান্য অংশ থেকে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান এবং জীবিকার সুযোগ তৈরি হবে।

এর মাধ্যমে অসমের আদিবাসী ও ডিমাসা সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ, অসমের অন্যান্য জেলায় বসবাসকারী জনগণ এবং ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায় উপকৃত হবে। এটি বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজগুলির পাশাপাশি চলমান সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমের অধীনে একটি নতুন উদ্যোগ। পূর্ববর্তী এম.ও.এস ভিত্তিক প্যাকেজগুলি যেমন, বোড়ো এবং কার্বি গোষ্ঠীর জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে ইতিবাচক ফলাফল দেখিয়েছে।

পটভূমি:

ভারত সরকার, অসম ও ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর (আদিবাসী গোষ্ঠী-২০২২ সাল, ডি.এন.এল.এ/ডি.পি.এস.সি-২০২৩ সাল, উলফা-২০২৩, এবং এন.এল.এফ.টি/এ.টি.টি.এফ-২০২৪) সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই সমঝোতা স্বাক্ষরের লক্ষ্য পরিকাঠামো এবং আর্থ-সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে শান্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং পুনর্বাসনকে উৎসাহিত করা।

দল্লির আনন্দ বিহার হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন, ১ জন নিহত, ১০ জন আহত

নিউ দিল্লি, ৯ আগস্ট :রাজধানী দিল্লির পূর্বাঞ্চলীয় আনন্দ বিহার হাসপাতালে শনিবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যাতে এক ব্যক্তি প্রাণ হারান এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আগুনের সূত্রপাতের পর পরই উদ্ধার কাজ শুরু করে দিল্লি ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে ৮টি ফায়ার টেন্ডার পাঠানো হয়, এবং প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর প্রথম পাওয়ার পরই দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আগুন লাগার ঘটনা শনিবার দুপুর ১২.১২ মিনিটে ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, ঘটনার পরপরই দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনও কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে তদন্ত চলছে।

আগুনের ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে সাতজনকে আনন্দ বিহার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হলেও, অন্য তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

যদিও আগুনের সূত্রপাতের কারণ এখনও পরিষ্কার নয়, তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এটি একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা, বিশেষ করে যেখানে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালের অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা ও নির্মাণের ব্যাপারে তদারকি করার প্রয়োজনীয়তা সামনে আসছে।

এই দুর্ঘটনা ফের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে, তা হলো রাজধানীতে অবস্থিত হাসপাতালগুলোতে অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত, হাসপাতালগুলোতে উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকর মনিটরিং নিশ্চিত করা।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য সংকট: রাশিয়ার তেল কেনার দায়ে ভারতের রফতানির ওপর ৫০ শতাংশ আমেরিকান শুল্ক, আলোচনার পথ বন্ধ করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট : বিশ্বের দুই বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে ৫০% শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই সিদ্ধান্ত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের কৌশলগত সম্পর্ককে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

গত ৬ আগস্ট, হোয়াইট হাউজ ঘোষণা করে যে ভারতীয় রফতানির ওপর ২৫% অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করা হবে, যার ফলে বিদ্যমান ২৫% শুল্কের সঙ্গে মিলিয়ে মোট শুল্কের হার দাঁড়াবে ৫০%। এই শুল্কের অর্ধেক ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে এবং বাকি অর্ধেক আগামী ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কারণ ভারত কর্তৃক রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি অব্যাহত রাখা।

হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো এক বিবৃতিতে বলেন, "এটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। আমরা চাই ভারত আমাদের জোটে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবে, কিন্তু তারা তেল কেনা বন্ধ করছে না।"

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভারতের ওপর এই শুল্ক চাপানোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র একদিকে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছে, অন্যদিকে ভারতের সার্বভৌম অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, 'অন্যান্য বহু দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করে, তবে শুধু ভারতকে লক্ষ্য করে এই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করা অত্যন্ত দুঃখজনক ও পক্ষপাতদুষ্ট।' ভারতের বাণিজ্য সচিব দাম্মু রবি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ কোনও যুক্তিনির্ভর নয়। আমরা আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনৈতিক প্রথা মেনে চলছি।"

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এও জানিয়েছে যে, শুল্ক ইস্যু থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান প্রতিরক্ষা ক্রয়ের আলোচনা থেমে যায়নি। এক সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রকল্পগুলো নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে।'

মার্চ ২০২৫ থেকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বর্তমান ১৯১ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য বাড়িয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা। এ পর্যন্ত পাঁচ দফা আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

তবে ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যতদিন না ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করছে ও শুল্ক ইস্যুতে আপোষে আসছে, ততদিন বাণিজ্য আলোচনা হবে না। এমন সময়ে এই শুল্ক আরোপ করা হলো, যখন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল মস্কো সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রুশ সংবাদ সংস্থা আরআইএ জানিয়েছে, উভয় পক্ষ "কৌশলগত অংশীদারিত্ব" আরও গভীর করার ওপর জোর দিয়েছে।

রাশিয়া-ভারত সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে রাশিয়ার তেল বিক্রির বাজার সংকুচিত হলেও, ভারত তুলনামূলকভাবে কম দামে রাশিয়ার তেল কিনে দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি চাহিদা মেটাতে থাকে।

বিশ্বখ্যাত রেটিং সংস্থা এক বিশ্লেষণে জানিয়েছে, এই ৫০% শুল্ক বাস্তবায়িত হলে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরে ৩০ বেসিস পয়েন্ট কমে প্রায় ৬%-এ নেমে আসতে পারে। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও পরিষেবা খাতের সক্ষমতা এই আর্থিক চাপে খানিকটা প্রশমন দেবে বলেও মুডিজ জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে 'কৌশলগতভাবে বিপজ্জনক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "ভারতের ওপর শাস্তিমূলক শুল্ক চাপানো রাশিয়াকে দুর্বল করবে না, বরং ভারতকে আরও বেশি করে রাশিয়া এবং চীনের দিকে ঠেলে দেবে।"

এক সাক্ষাৎকারে বোল্টন বলেন, "চীন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বড় বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রেখে চলেছে এবং তার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর অভিযোগ উঠেছে তথাপি ট্রাম্প চীনের প্রতি নমনীয়তা দেখাচ্ছেন, আর ভারতের প্রতি কঠোর হচ্ছেন। এই বৈষম্য ভারতীয় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।"

তিনি একটি প্রবন্ধে লেখেন, 'বন্ধু ও শত্রু উভয়ের ওপর একইভাবে শুল্ক চাপিয়ে আমেরিকা তার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, "যদি চীন ভালো শর্তে চুক্তি করে, আর ভারত বঞ্চিত হয়, তাহলে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারাতে বাধ্য।"

বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এক নতুন ও জটিল মোড়ে পৌঁছেছে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগত সম্পর্কেও ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। ভারত যদি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ না করে, আর যুক্তরাষ্ট্র যদি তার কৌশলগত মিত্রদের সঙ্গে সংলাপের পথ বন্ধ করে দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ব্রিকস জোটের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হতে পারে, যেখানে ভারত, রাশিয়া ও চীন একসঙ্গে অবস্থান করছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ এখন ভারতের তারা কি রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখবে নাকি আমেরিকার শর্ত মেনে নেবে? কিংবা যুক্তরাষ্ট্র নিজেই কি তার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসে আলোচনার পথ খোলা রাখবে?

ওডিশায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যৌন হেনস্থার অভিযোগ: ম্যানেজার গ্রেফতার, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন

ভুবনেশ্বর, ৯ আগস্ট : ওডিশার কটক জেলার বামফাকুড়া শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত দুই নারী স্বাস্থ্যকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে, কেন্দ্রটির জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক নিশিথ রঞ্জন সাহু-কে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ অনুসারে, সাহু দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সংশ্লিষ্ট মহিলা চিকিৎসক এবং এক ফার্মাসিস্টকে বারবার অশালীন মন্তব্য, অযাচিত স্পর্শ ও মানসিক চাপে ফেলার মতো আচরণ করে আসছিলেন।

কটক সদর থানার ইন্সপেক্টর ইন-চার্জ ওম প্রকাশ মহান্তি জানান, "ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তদন্ত শুরু করি। প্রাথমিক তদন্তে যৌন হেনস্থার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং সেই অনুযায়ী সাহুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী আদালতে পেশ করা হয়েছে।"

ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসক অভিযোগে বলেন, সাহু প্রায়ই অফিসের কাজের অজুহাতে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করতেন। "ডাকুমেন্টে সই করাতে গিয়ে হাত ছোঁয়া, ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে পড়া এসব ঘটনা প্রায় নিয়মিত ছিল। একাধিকবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কেউ গুরুত্ব দেয়নি," বলেন তিনি।

অন্যদিকে, ফার্মাসিস্ট জানান, সাহুর আচরণ ছিল আরও অপমানজনক। "সে আমার চুলে হাত দিত, গালে হাত রাখত এবং এমনকি আমার ঘুঙট (ওড়না) তুলে গন্ধ শুঁকত। আমি এবং অন্য নারী কর্মীরা ভয়ে কাজ করতাম। একজন মহিলা ডেটা এন্টি অপারেটর এবং একাধিক নার্সিং স্টাফকেও একইভাবে হয়রানি করেছেন," অভিযোগ করেন তিনি।

অভিযোগকারীদের দাবি, সাহু তাঁর প্রভাব খাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। তিনি বারবার বলতেন, "আমার ঊর্ধতনদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ আছে। যদি কথা না শুনো, তাহলে তোমাদের অন্যত্র বদলি করে দেব।" এই ধরনের হুমকির ফলে অনেক কর্মী মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হন।

তাঁরা জানান, এর আগে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত জেলা শহুরে জনস্বাস্থ্য আধিকারিক সত্যব্রত মহাপাত্র-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে, জেলা মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক প্রসান্ত কুমার হোতা জানান, "এই ঘটনায় আমাদের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই প্রশাসনিকভাবে আমরা তদন্ত শুরু করি। জঙ্খঙ্খ-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তবে প্রশ্ন উঠেছে যখন প্রাথমিকভাবে অভিযোগ পাওয়া যায়, তখন কেন অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অভিযোগকারীদের একাংশের মতে, প্রশাসনের এই গাফিলতিই সাহুর মতো ব্যক্তিদের সাহস যোগায়।

পুলিশ জানিয়েছে, সাহুর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এর যৌন হেনস্থা, শারীরিক শ্লীলতাহানির চেষ্টা এবং পেশাগত কর্তব্যের অপব্যবহার সংক্রান্ত ধারাগুলি অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে আরও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মানবাধিকার সংগঠন ও স্বাস্থ্যকর্মী সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ওডিশা উইমেন হেলথ অ্যাসোসিয়েশন-এর এক সদস্যা বলেন, "এটা কেবল একজন নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ নয়, বরং গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়ার দৃষ্টান্ত। সাহুর মতো মানুষরা শুধু আইন নয়, গোটা পেশাগত পরিবেশকে কলুষিত করে।"

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ডঃ অনুরাধা মুখার্জি বলেন, "এই ঘটনা দেখিয়ে দেয়, কিভাবে যৌন হয়রানির অভিযোগের পরও অনেক সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি দোষী ব্যক্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এটি নারী কর্মীদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানে।"

ওডিশার এই ঘটনাটি দেখিয়ে দিল, যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিলেও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা কতটা ভয়ংকর হতে পারে। কর্মস্থলে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কেবলমাত্র অভিযোগ গ্রহণ করাই নয়, যথাযথ এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়াও আবশ্যক। সাহুর গ্রেফতারি শুধুমাত্র একটি সূচনা ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে শূন্য সহনশীলতা নীতি বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি।

ত্রিপুরায় সক্রিয় আন্তর্জাতিক বাইক চোর চক্র, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার বাইক

আগরতলা, ৯ আগস্ট: ত্রিপুরা রাজ্যে ফের সক্রিয় আন্তর্জাতিক বাইক চোর চক্র। প্রায় প্রতিদিনই উত্তর জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে চোরের দল বাইক চুরি করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাচার করছে।

বাগবাসা থানার পুলিশের নিয়মিত টহলদারির সময় মিশনটিলা এলাকা থেকে টিআর০৫ডি৮২৫৮ নম্বরের কালো রঙের একটি পালসার বাইক উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, বাইকটি ধর্মনগর থানার মঙ্গলাকালী এলাকা থেকে চুরি হয়েছিল।বাইক মালিক শপু মালাকার, পিতা তপন মালাকার, কদমতলা থানাধীন ইছাই লালছড়া এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে তিনি মঙ্গলাকালী এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে যান এবং বাইকটি বারান্দায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান বাইকটি নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, বাগবাসা থানার পুলিশ সেটি উদ্ধার করেছে। থানায় গিয়ে তিনি নিজের বাইকটি শনাক্ত করেন। সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ তার কাছে বাইকটি ফিরিয়ে দেয়।

আগুনে পুড়ল বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

তবে এই আগুন লাগার কারণ সম্বন্ধে পরিবারের লোকজন অবগত নয়। কিভাবে এই আগুন লাগলো তা কেউ বলতে পারছেন না।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পর বাড়িব লোক এসে তাকে প্রথমে বক্সনগর সামাজি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থার অবনতি দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। বিশ্বজিৎ এর আঘাতে উনার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হয় উনার পায়ে দুইটি সেলাই লাগে।উক্ত ঘটনা জানিয়ে কলমচৌড়া থানায় বিশ্বজিৎ দাসের নামে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

দুই স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু যাটোর্ধ

● প্রথম পাতার পর

হালহালি বাজারের ব্যবসায়ী। আহত ব্যক্তি হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে যাওয়ার কথা বললেও তিনি যান নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর শরীরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। আচমকাই তাঁর বমি শুরু হয়েছে। তারপর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শারদীয় দুর্গোৎসবের

● প্রথম পাতার পর

লোহা, সুতলি, কাপড় সব কিছুর দাম আগুনের মতো বেড়েছে, কিন্তু মূর্তির দাম অপরিবর্তিত। ফলে গত বছরের তুলনায় লাভ অনেকটাই কমেছে।" তিনি আরও জানান, তাঁর তৈরি প্রতিমা শুধু ধর্মনগর নয়, পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন এলাকাতেও বিক্রি হয়। তবে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের চাপে নব প্রজন্ম এই পেশা থেকে সরে যাচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, এত বছর কাজ করেও কোনো সরকারি সহায়তা পাননি তিনি। রতনবাবুর দাবি, "সরকার যদি সহায়তা করে, তাহলে কারখানা বড় করে আরও কারিগর নিয়োগ দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে, পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে।"

শিল্পীদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সৃজনশীলতায় রাজ্যজুড়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে দেবী দুর্গার মহিমা। এখন শুধু অপেক্ষা পূজার দিনের আনন্দমুখর মুহূর্তগুলোর জন্য।

কমলপুরের ঠিকানায়

● প্রথম পাতার পর

বের করে দেবার আহ্বান জানায়। সি এস সি সেন্টারের মালিক তাদের পুরো ঠিকানা নিয়ে তারা কবে আসছে তা সবকিছু জেনে ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে জানিয়ে দেয়। তাদের ছবি সহ সবকিছু সে সংগ্রহ করে। তারা জানায়, ৮ আগস্ট দুইযুবক ট্রেনে আমবাসায় আসছে। তখন মরাছড়া এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা সমস্ত তথ্য কমলপুর থানায় জানিয়ে দেয়। পুলিশ সেইমতো আমবাসা থানা ও রেলওয়ে পুলিশকে দুই যুবকের বেপারে সব তথ্য দিয়ে দেয়। যথারীতি রূপেশ কুমার ও প্রদীপ কুমার আমবাসা রেলস্টেশনে নেমে কমলপুরের পথে রওয়ানা দেয়। তাদের উপর পুলিশের নজর ছিল। সালেমাতে অসামাত্র তাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গতকাল বিকালে তাদেরকে কমলপুর পাঠানো হয়। আজ এই খবর পেয়ে মরাছড়া সহ পার্শবর্তী গ্রাম থেকে কয়েকশো যুবক যুবতী তাদেরকে দেখতে আসে থানায়।

শনিবার আগতলায় এলআইএএফআই'র উদ্যোগে এক দিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

নাগাল্যান্ডে ভূমিধসের কারণে ট্রান্সমিশন টাওয়ার ভেঙে ৩ জেলা অন্ধকারে

ডিমাপুর, ৯ আগস্ট: নাগাল্যান্ডের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা, তুলি সাব-ডিভিশন, লংলেং এবং মন, বৃহস্পতি বার সকালে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইয়িসেমিওং এলাকায় একটি ৬৬ কেভি ট্রান্সমিশন টাওয়ার ভূমিধসে ভেঙে পড়ে, যার ফলে এই এলাকাগুলোর বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এ ঘটনা ভোর ৫টার দিকে ঘটে, যখন বৃহত্তর ভূমিধসের কারণে ওই এলাকার পরিবহন ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ভূমিধসের কারণে যে ট্রান্সমিশন টাওয়ারটি ধসে পড়ে, সেটি ছিল এই অঞ্চলের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, এই ট্রান্সমিশন টাওয়ারটি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে বিদ্যুৎ পরিবহন করত এবং তার ধ্বংস হওয়া অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ঘটনার পর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দ্রুত লাইন প্যাট্রোলিং শুরু করে। দুপুর ৪টার দিকে ত্রুটির স্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এই সময়ে, বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেন।

নাগাল্যান্ড বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা পরিস্থিতি দ্রুত সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এবং বর্তমানে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তবে, ভূমিধসের পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

অধিকারিকরা আরও জানান, বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ম্যান পাওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবুও, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের পুনঃস্থাপন কাজ কিছুটা সময়সাপেক্ষ হতে পারে, এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। নাগাল্যান্ড বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা নাথুলাল ইয়াংথু বলেন, 'আমরা জোর চেষ্টা করছি যাতে দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা যায়, তবে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের ত্রুটিগুলি সমাধান করতে আরও সময় লাগতে পারে।'

এই বিপর্যয়টি নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি জেলা গুলোর জন্য নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রতি বছর বর্ষাকালে ভূমিধস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহে এই ধরনের বিঘ্ন ঘটতে দেখা যায়। বিশেষত, পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ট্রান্সমিশন টাওয়ারগুলির নিরাপত্তা এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের ঘটনা থেকে প্রতিকার পেতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহ অবকাঠামো শক্তিশালী করার কথা ভাবছে।

স্থানীয় জনগণ এই পরিস্থিতিতে কিছুটা বিরক্ত, কিন্তু তারা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু স্থানীয়রা তাদের দুর্ভোগ প্রকাশ করেছে, তবে তাদের আশাবাদী যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত পুনরুদ্ধার করা হবে। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'আমরা জানি বর্ষাকালে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তবে আশা করি কর্তৃপক্ষ খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা সমাধান করবে।'

বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, তারা জনসাধারণকে আশ্বস্ত করছে যে বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধার করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে। এই সময়ে জনগণকে ধৈর্য্য ধরার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই ঘটনা নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি জেলাগুলির প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার প্রমাণ। বিশেষত, বর্ষাকালে ভূমিধসের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগের ওপর গুরুতর প্রভাব পড়ে, এবং এই ধরনের ঘটনা নিয়মিত হয়ে উঠছে। কর্তৃপক্ষ আগামী দিনে বিদ্যুৎ অবকাঠামো আরও উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে না হয়। এ বিষয়ে আরও আপডেটের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অমিত শাহ আসামে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি শুরু করবেন ২৯ আগস্ট

গুয়াহাটি , ৯ অগাস্ট : আসাম বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিবেশকে গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ২৯ আগস্ট আসামে সফরে আসছেন। এই সফরে তিনি রাজভবন উদ্বোধন করবেন এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। বিজেপির আসাম শাখা ২০২৬ সালের নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করবে শাহের এই সফরের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আসামে সফর করবেন এবং তার সফর ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে, যার মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, অমিত শাহের সফর আসাম রাজনীতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। তিনি বলেন, 'অমিত শাহ আসবেন এবং ২৯ আগস্ট গুয়াহাটি শহরের নতুন রাজভবন উদ্বোধন করবেন। এর পর তিনি এনডিএ-র নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। সন্ধ্যায় তিনি গোলাপ বরবোর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।'

শর্মা আরও জানান, অমিত শাহের এই সফরের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে — ২০২৬ সালের আসাম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলির রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি করা। বিশেষ করে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে শাহের বক্তৃতা আগামী নির্বাচনের জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের আসাম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি তার তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য বিজেপি দলের নেতা-নেত্রীরা এই সফরগুলোর জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'এই সফরের সঙ্গে রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি হবে, যা আমাদের নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করবে। আমাদের দল পুরোপুরি প্রস্তুত, এবং আমরা আশা করি যে এই সফর রাজ্যের উন্নয়ন ও বিজেপির পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতির একটি উদাহরণ হবে।' রাজ্য বিজেপি দলের সভাপতি দিলীপ সইকিয়া এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে জানিয়েছেন, 'আজ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য রাজ্য সদর দপ্তরে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে অমিত শাহ-জির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আসামে আসবেন, যেখানে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। মোদী প্রথমে গৌলাঘাট জেলার নুমালিগড়ে ভারতের প্রথম বায়ো-এথানল রিফাইনারি উদ্বোধন করবেন, যার খরচ প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদন করবে এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলদৈতে গিয়ে তিনটি বিশাল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে — গুয়াহাটি রিং রোড, নারেঙ্গি ও কুরুয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সেতু, এবং মঙ্গলদৈ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

মোদী এই সফরের শেষ দিন গুয়াহাটি শহরে ভরতরত্ন ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, যা একটি সাংস্কৃতিক মহাযজ্ঞ হিসেবে পালিত হবে। এই প্রোগ্রামে ভূপেন হাজারিকার সঙ্গীত, তাঁর জীবন ও অবদান নিয়ে আলোচনা এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানের উদ্যোগ থাকবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহের সফরের বেশিরভাগ কর্মসূচি সরকারি হবে, তবুও বিজেপি তাদের দলীয় কর্মসূচির সফলতা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, রাজ্য বিজেপি দলের সমস্ত সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা নেতৃত্ব এই সফরের সফলতার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'এই সফরকে সফল করার জন্য রাজ্যের সকল স্তরের নেতৃত্ব একত্রিত হয়েছে এবং তারা নিজেদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

রাজ্য বিজেপি দলটি এও জানিয়েছে যে তারা তাদের কর্মীদের প্রস্তুতি নিতে বলেছে এবং আগামী দিনের এই সফরকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে দেখছে।

এই দুই সফর আসাম রাজনীতিতে এক নতুন মোড় আনতে পারে। অমিত শাহের রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনগণের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছানোর পাশাপাশি, এই সফর আসামের জনগণের মধ্যে বিজেপির প্রতি আস্থা এবং সমর্থন আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। এখন, রাজ্য বিজেপি দলের নেতারা আশা করছেন, এই সফরের মাধ্যমে তারা ২০২৪ সালের নির্বাচনে একটি শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন, যেখানে বিজেপি তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার জন্য সকল প্রচেষ্টা করবে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন অংশ, জলাবদ্ধতা যানজট ও স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট: রাজধানী দিল্লিতে শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া একটানা ভারী বর্ষণে শনিবার সকালেই শহরের একাধিক অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ভাসন্ত কুঞ্জ, আর কে পুরাম, কনট প্লেস ও মিন্টো ব্রিজ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রবল বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাটে জল জমে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। পাঞ্চকুইয়ান মার্গ, মথুরা রোড, শাস্ত্রী ভবন, মতি বাগ, ও কিদ্বাই নগরের মতো এলাকাগুলিতে যান চলাচল প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। দিল্লির সাফদরজং আবহাওয়া কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টায় ৭৮.৭ মিমি, প্রগতি ময়দান ১০০ মিমি, লোধি রোড ৮০ মিমি, পুসা ৬৯ মিমি এবং পালাম ৩১.৮ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে। সকালবেলায় শহরের তাপমাত্রা ছিল ২৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রথমে দিল্লির জন্য ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর লাল সতর্কতা জারি করলেও পরে তা হলুদ সতর্কতায় নামিয়ে আনা হয়। সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, ১২ আগস্ট পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। শুধু দিল্লি নয়, দেশের অন্যান্য অংশেও মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তায় একই ধরনের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশে পূর্ব কামেঙ্গ, কুরুং কুমে, পাপুমপারে, নিম্ন সাবানসিরি, লোহিত ও লংডিং জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু অঞ্চলে ১২—২০ সেমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। ফলস্বরূপ, ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা, গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হওয়া, এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশঙ্কা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ফসল নষ্ট হওয়া, বীজ ধুয়ে যাওয়া, মাটির ক্ষয় এবং জলাবদ্ধতার কারণে চাষের ক্ষতি হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।হায়দরাবাদ শহরে শনিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ও মাঝারি বৃষ্টিপাত দেখা গেছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চারমিনার, খাইরতাবাদ, কুকাটপল্লি, এলবি নগর, সেকেন্দ্রাবাদ ও সেরিলিংগামপল্লি জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাত চলবে। শহরের একাধিক অঞ্চলে জলাবদ্ধতা, ড্রেনেজ ব্লকেজ ও যানজট দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর নাগরিকদের মৌসুমি রোগ যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, জ্বর, টাইফয়েড ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। ঘর ও আশেপাশে মশার জন্ম রোধ, জল ফুটিয়ে খাওয়া, হাত ধোয়া ও "ড্রাই ডে" পালনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিকে উত্তরপ্রদেশের লখনউ, সীতাপুর সহ একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হলেও আবহাওয়া মনোরম রয়েছে। তবে আবহাওয়া দপ্তর রাজ্যের ৩০টির বেশি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে, এর মধ্যে লক্ষীমপুর খেরি, আগ্রা, মথুরা, বেয়ারেলি ও মহোবা উল্লেখযোগ্য। বিহারেও আগামী সাত দিন পশ্চিম চম্পারণ, গোপালগঞ্জ, সিওয়ান, ও ভোজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, চমোলি ও নৈনিতালে হলুদ সতর্কতা এবং রোববারের জন্য কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে, যা আবহাওয়ার আরও অবনতির ইঙ্গিত দেয়।

রামচন্দ্র ঘাটে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ ফাস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন শাসক দলের কর্মীরা, অভিযোগ

আগরতলা, ৯ আগস্ট: রামচন্দ্র ঘাটে কংগ্রেস দলের ফ্ল্যাগ ফাস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং খুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আজ সকাল ১১ টায় রামচন্দ্রঘাট রসরাজ স্মৃতি কমিউনিটি হলে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করার গতকাল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা তাদের প্রচারসজ্জা এবং ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগিয়েছিলেন।

অভিযোগ, শাসক দলের কিছু দুষ্কৃতিকারী তাদের এই ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ফাস্টন গুলি ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং খুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। কংগ্রেস দলের তরফ থেকে আয়োজিত আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠান বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে বলে আদিবাসী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে তারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

দিগন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ২২ তম রাখি বন্ধন উৎসব পালন

আগরতলা, ৯ আগস্ট: প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও নব দিগন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে তাদের ২২ তম রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। নব দিগন্ত সামাজিক সংস্থা এবছর তাদের ২২ তম রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছে।

এদিন ক্লাবের সামনে বোনরা রাস্তায় চলাচল ভাইদের রাখি পরিয়ে এই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন। যেখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিষ্টান সব ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। রাখি বন্ধন উৎসব এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নব দিগন্ত সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন মানুষে মানুষে মেলবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ধরনের রাখি বন্ধন উৎসব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে উদ্যোক্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন। আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ফরওয়ার্ড ক্লাবের দুর্গা পূজার মন্ডপ তৈরির কাজ শুরু

আগরতলা, ৯ আগস্ট: খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে আজ আগরতলা ফরওয়ার্ড ক্লাবের দুর্গা পূজার মন্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

দুর্গাপূজা সমাগত প্রায়। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্রই বিভিন্ন ক্লাব ও বারোয়ারী পূজা কমিটিগুলো ইতিমধ্যেই মন্ডপ তৈরির কাজ ও প্রতিমা দলের কাজ শুরু করে দিয়েছে। আগরতলা শহরের বনেদি ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম ফুটবল ক্লাব এবছর আরো জাকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কাল্পনিক থিমকে কেন্দ্র করে আজ খুঁটিপূজার মধ্য দিয়ে মণ্ডপদের কাজ শুরু করেছে ফরওয়ার্ড ক্লাব।

রাজ্যেও ৪৪ তম ট্রেডার্স ডে পালন

আগরতলা, ৯ আগস্ট: অল ত্রিপুরা মার্চেন্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ৪৪ তম ট্রেডার্স ডে পালন করা হয়। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলার অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন অফিসে কেক কেটে ট্রেডার্স ডে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সাংগঠনিক বৈঠক পরিশেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। তিনি জানান এটি এ রাজ্যের ৪৪তম ট্রেডার্স ডে।

ওড়িশায় হাসপাতালের বাথরুমে নার্সের রহস্যজনক মৃত্যু, রক্ষা বন্ধন উদযাপনের আগে বাড়ি ফেরার সময়

ভুবনেশ্বর, ৯ আগস্ট :ওড়িশার ভুবনেশ্বরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে রক্ষা বন্ধন উদযাপনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এক নার্সের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। হাসপাতালের বাথরুম থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, এবং তার শরীরে একটি সূঁচ ঢোকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর থেকেই রহস্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবহেলা ও অব্যাখ্যাত বিলম্বের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

শনিবার (৭ অক্টোবর) ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স কাজ করতে করতে বাথরুমে অচেতন অবস্থায় পড়ে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রথমে জানানো হয়েছিল যে, তাকে বাথরুমে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে, পুলিশ তদন্তে জানতে পারে যে, নার্সের হাতে একটি সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে, যা আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেই সঙ্গে তার শরীরে একটি সূঁচ ঢোকানো ছিল, যা স্বাভাবিক মৃত্যুর চিহ্ন নয়।

নার্সের ভাই এনডিটিভিকে জানান, 'আমরা প্রথমে জানতে পারি যে, তাকে বাথরুমে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে পুলিশ জানিয়েছে যে, তার হাতে সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে, যা আত্মহত্যার দিকে ইঙ্গিত করে। আমি জানি না তার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল, যা তাকে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।'

মৃত নার্সের পরিবার জানিয়েছে, কিছু ঘণ্টা আগে তারা ফোনে কথা বলেছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত খুশি ছিলেন কারণ রক্ষা বন্ধন উদযাপন করতে তিনি তার গঞ্জাম জেলার বাড়িতে ফিরে যেতে চলেছিলেন। তার ভাই জানান, 'তার কোনো ব্যক্তিগত বা পেশাগত সমস্যা ছিল না, তাই এই ধরনের পদক্ষেপের কারণ বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা সন্দেহ করি যে, হাসপাতালে তার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কিছু গোপনীয়তা থাকতে পারে।'

পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে, নার্সের মৃতদেহ পাওয়ার পর দুই ঘণ্টা পর্যন্ত তাদেরকে জানানো হয়নি। তারা দাবি করেছেন যে, হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করছে এবং তাদের পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে সময় নিয়েছে।

এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ একটি তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছেন, তারা ঘটনাটির বিভিন্ন দিক থেকে তদন্ত করছে। তাদের অনুসন্ধান চলছে, যেখানে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, সম্পর্কের জটিলতা, কর্মস্থলে হয়রানি, এবং পারিবারিক সমস্যার মতো বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এছাড়া, হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা পুলিশ পর্যালোচনা করছে। একইভাবে, হাসপাতালের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্তের ফলাফল অনুযায়ী, ঘটনাটি আত্মহত্যা, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, বা অন্য কোনো কারণে ঘটেছে কিনা তা নির্ধারণ করবে।

এই ঘটনাটি বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ এর আগেও ৩০ মে, ওড়িশার কাটাকেও এক নার্সের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও, এখনও পর্যন্ত পুরো ঘটনা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

এটি আবারও একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরছে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথাযথ তদারকি কি পর্যাপ্ত? নার্সের পরিবারের অভিযোগ এবং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পুরো বিষয়টিকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তের পাশাপাশি, নার্সের পরিবারও তার মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলছে। তাদের দাবি, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং সময়মতো জানানো না হওয়ার কারণে অনেক কিছু ধোঁয়াশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামীদিনে তদন্তের ফলাফল আসলে আরও পরিষ্কার হবে।

বিএসএফ জওয়ানদের নিয়ে মহিলা মোর্চার রাখি বন্ধন উৎসব উত্তর জেলায়

আগরতলা, ৯ আগস্ট: পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসবের দিনে দেশরক্ষায় নিযুক্ত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) জওয়ানদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও কৃতজ্ঞতার অনন্য বার্তা পৌঁছে দিল ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলার বিজেপি মহিলা মোর্চা। আজ দুপুরে জেলা নেত্রী রুপালি অধিকারীর নেতৃত্বে মহিলা মোর্চার সদস্যারা কদমতলা থানাধীন ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তের ইয়াকুব নগর বিওপিতে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে, হাতে রাখি বেঁধে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে রাখি বন্ধনের উষ্ণতা ভাগ করে নেন।

এই আবেগঘন মুহূর্তে বিএসএফ জওয়ানদের চোখে জল ও মুখে হাসিযেন দূরবর্তী ঘরের আপনজন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। জেলা নেত্রী রুপালি অধিকারী জানান,"দেশের প্রতিটি দাদা—ভাইয়ের সুরক্ষা ও সৌভ্রাতৃত্বের জন্যই আমরা রাখি বন্ধন পালন করি। আজ এই পবিত্র দিনে বিএসএফ ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার জানালাম। পরবর্তীতে জেলার প্রতিটি মণ্ডলে মণ্ডলে এই উৎসব পালিত হবে। ভারতের মাতৃভূমির জন্য সকলের হাত যেন শক্ত ও বলবান থাকে, সবার সুরক্ষা নিশ্চিত হোকএই কামনায় আজকের রাখি উৎসব। আমরা ভাই—বোনের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাই। এবারের রাখি উৎসব সমর্পিত করেছি 'অপারেশন সিন্দুর' ও 'অপারেশন মহাদেব'-এর সাফল্যকে। অনুষ্ঠানে জেলা সম্পাদিকা নির্জলা দাস, বাগবাসা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তপতী দাস, বাগবাসা মণ্ডল সভাপতি বিকাশ নাথ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।রাখি বন্ধনের এই উদ্যোগ শুধু উৎসবের আনন্দই নয়, বরং সীমান্তে কর্তব্যরত জওয়ানদের মনেও নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল।

ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত

আগরতলা, ৯ আগস্ট: আজ দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখীবন্ধন উৎসব। এই উৎসব থেকে বাদ পড়লেন না দেশের জওয়ানরাও। আখাউড়া চেকপোষ্টে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার নেত্রীরা। সঙ্গে সেনাদের তাঁরা মিষ্টিমুখও করালেন।

উল্লেখ্য, রাখীবন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখীবন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃ স্বার্থভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, ১১ ও ১২ আগস্ট কৈলাসহরে ডেপুটেশন সিপিআইএমের

আগরতলা, ৯ আগস্ট : রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে আগামী ১১ আগস্ট কুমার ঘাটে ও ১২ আগস্ট কৈলাসহরে ডেপুটেশন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ঊনকোটি জেলা কমিটি। আজ কৈলাশহরের জেলা সিপিআইএম পার্টি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই.এম. দলের সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন বৈষ্ণব ও কৈলাসহর কমিটির সম্পাদক অঞ্জন রায়। এই সম্মেলনের ওরা হয় রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলাতেও আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। আগামী ১১ আগস্ট কুমারঘাট পৌর পরিষদ ও ১২ আগস্ট কৈলাশহর পৌর পরিষদে সিপিআইএম পক্ষে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এর মধ্যেই চারটি জেলার প্রতিটি মহকুমার জাতীয় সড়ক গুলি বন্ধ করা হবে একদিনে, একই সময়ে।

রামচন্দ্রঘাটে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন কংগ্রেসের

আগরতলা, ৯ আগস্ট: রামচন্দ্রঘাট রসরাজ স্মৃতি কমিউনিটি হলে আদিবাসী কংগ্রেস বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন করে। রামচন্দ্র ঘাটে শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ আয়োজিত হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস।

এদিন উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের উপজাতি ছেলের চেয়ারম্যান শব্দ কুমার জমাতিয়া, রাজ্য কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অশোক বৈদ্য, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। এদিন আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

আমরা বাঙালি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত

আগরতলা, ৯ আগস্ট: আমরা বাঙালি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরে রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে পথচারীদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন।

আজ আগরতলা আর শহরে অন্যান্য সংগঠনের মত আমরা বাঙালি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকেও রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। পথচারীর বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে এদিন সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন আমরা আমরা বাঙালি মহিলা সমাজের কর্মকর্তারা।

রাখি উৎসবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা বলেন ব্রিটিশ আমলে বঙ্গভঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বাঁধানো লক্ষে ইংরেজরা যে প্রয়াস শুরু করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মুসলিম সকলকে একত্রিত করে রাখি পরিয়ে দিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়েছিলেন।

এছাড়াও রাখি পূর্ণিমা দিবসের ঐতিহাসিক আরো অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এসব কথা মাথায় রেখেই আমরা বাঙালি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকেও রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়।

তেলিয়ামুড়ায় বাল্য বিবাহ নাবালিকাকে উদ্ধার চাইল্ড লাইনের

আগরতলা, ৯ আগস্ট: আবারও আমাদের কথিত শিক্ষিত সমাজে বাল্য বিবাহের সংবাদ সামনে এসেছে। এবারের ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত গামাই বাড়ি এলাকাতে।

গামাই বাড়ির শিবির এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক কিশোর আগরতলার কোন এক এলাকা থেকে ১৭ বছরের এক নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। আরো জানা গেছে গত ৬ তারিখ উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে এই নাবালক এবং নাবালিকার বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গোটা ঘটনার খবর সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ময়দানে অবতীর্ণ হয় চাইল্ড লাইন। আজ চাইল্ড লাইনের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ গামাই বাড়ি এলাকাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট নাবালিকা কন্যাটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, যদিও সংশ্লিষ্ট নাবালক ঘটনাস্থলে ছিল না বলে জানা গেছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চাইল্ড লাইনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে আইন অনুযায়ী মেয়েটাকে নিয়ে চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এছাড়াও নাবালক ছেলে এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হতে চলেছে বলে খবর।গোটা ঘটনা ঘিরে এলাকা জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

দিল্লিতে অনূর্ধ ১৭ মহিলা এস. এম কাপ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রওনা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১১ আগস্ট রওনা হচ্ছে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় চূড়ান্ত। দিল্লিতে মহিলাদের অনূর্ধ ১৭ এস এম কাপ ফুল ফুটবল আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে স্পোর্টস স্কুল টিম আগামী ১১ আগস্ট দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। বাধারঘাটে স্পোর্টস স্কুলের নিজস্ব মাঠে সকাল ও বিকালে, দুইবেলা নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রাজ্য দল অনেকটা প্রস্তুত বলা যেতে পারে। আগামী ১১ আগস্ট ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল মহিলা ফুটবল টিম এস.এম কাপ স্কুল ফুটবল আন্তর্জাতিক আসরে অংশ নিতে আগরতলা থেকে রেলপথে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে। ১৬ জন ফুটবলার এবং দুইজন অফিসিয়াল সহ ১৮ সদস্যের রাজ্য দল যাচ্ছে দিল্লিতে।

আগামী ১৯ আগস্ট থেকে নয়া দিল্লিতে সুব্রত মুখার্জি কাপ আন্তর্জাতিক স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। চলবে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত। উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই দিল্লিতে এস এম কাপ ফুটবলের মূল পর্বের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুল প্রতিনিধিত্ব করে আসছে।একইভাবে এ বছরও রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল মহিলা ফুটবল টিম। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্য ভিত্তিক মহিলাদের অনূর্ধ ১৭ এস এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, গোমতী জেলার অমরপুরে এবারকার এই আসরে ফাইনাল খেলায় গোমতী জেলার অম্পিনগর স্কুলকে একমাত্র গোলে পরাজিত করেছিল। বলা বাহুল্য, এবারকার ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল মহিলা ফুটবল টিমের নেতৃত্ব দেবেন বিনিতা সিনহা। ডেপুটির ভূমিকায় রয়েছেন মেরিন জমাতিয়া। টিমে ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অধিকাংশরাই নতুন হলেও রাজ্য দলটি অনেকটা ভারসাম্য যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। দলের সঙ্গে টিম কোচ হিসেবে যাচ্ছেন কল্পনা দেববর্মা এবং টিম ম্যানেজারের ভূমিকায় শুভেনজিৎ সিনহা। কোচ, ম্যানেজারের মতে স্পোর্টস স্কুল মহিলা ফুটবল টিম এবার সাফল্যের বিষয়ে অনেকটা আশাবাদী।

অনূর্ধ ১৭ এস এম কাপ ফুটবলের ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের অনূর্ধ ১৭ বালকদের চূড়ান্ত পর্বের খেলা আগামীকাল রবিবার। জম্পুইজলা সুধন্য দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠে এদিন অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ। প্রথম সেমিফাইনালে সকাল সাতটায় মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও ধলাই জেলা। বেলা ৯ টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ ও উত্তর জেলা। সেমিফাইনালে জয়ী দুই দল বিকেলে চূড়ান্ত পর্বের লড়াই মুখোমুখি হবে। এর আগে শনিবার একই মাঠে আগরতলা ত্রিপুরা স্পোর্টস মুখোমুখি হয় গোমতী জেলার নোওয়াবাদি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের। এই ম্যাচে গোমতী জেলাকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে স্পোর্টস স্কুল। অন্যদিকে দক্ষিণ জেলা বনাম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ম্যাচে পশ্চিম জেলাকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করে দক্ষিণ জেলা। ধলাই জেলা বনাম উনকোটি জেলার ম্যাচে ঊনকোটিকে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছালো ধলাই। তবে চলতে এই টুর্নামেন্টের সিপাহীজলা বনাম উত্তর জেলার ম্যাচটি ছিল বেশ জমজমাট। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের খেলার ফলাফল গোলশূন্য অবস্থায় থাকায় ম্যাচ গড়ায় ট্রাই ব্রেকারে। আর সেখানেই বাজিমাৎ দেখালো উত্তর জেলা। উত্তর জেলা ৪-৩ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলাকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও ফরোয়ার্ডের ভাইটাল ম্যাচ গোল শূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আরও একটি ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের।

তাও বড় ম্যাচ। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম ফরওয়ার্ড ক্লাবের মধ্যে। পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় প্রতিদ্বন্দিতার যেমন কোনও ঘাটতি ছিল না।

তেমনি দুই দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররাও একাধিক গোলের সুযোগ পেয়েছিল। আরও চারটি ম্যাচের মতো আজ, শনিবার লাল বাহাদুর বনাম ফরওয়ার্ড ক্লাবের ভাইটাল ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হওয়ায় দু দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে পেয়েছে। তবে সুপার ফোরে পৌঁছার ব্যাপারে দুই দলের অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেল।

আগে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং ফরওয়ার্ড ক্লাবের একটি করে ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছিল। ফরোয়ার্ড ক্লাব ১-১ গোলে ড্র করেছিল ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে।

একইভাবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারও টাউন ক্লাবের সঙ্গেই গোলশূন্য ড্র করেছিল। ফরওয়ার্ড ক্লাব এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচের মধ্যে দুটি ড্র এবং একটি জয়ের সুবাদে পাঁচ পয়েন্ট অর্জন করেছে। অপরদিকে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এ পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলে দুটিতে ড্র ও একটিতে জয়ের সুবাদে ৫ পয়েন্ট অর্জন করেছে। স্থানীয় মিনি স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যার খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হলেও খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি দুই দলের তিন জনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম এগিয়ে চলো সংঘ, সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় টাউন ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

অর্থাভাব ! ১০ ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিয়ে সাড়ে ৩৪ কোটি টাকার সংস্থান করতে চায় চেন্নাই, ছাঁটাই তালিকায় কি রয়েছে ধোনির নাম ?

আইপিএলের আগামী নিলামে নতুন করে দল সাজাতে চাইছেন চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষ। বলা যায়, দলের খোলনলচে বদলে ফেলার কথা ভাবছেন কাশী বিশ্বনাথনেরা। ১০ জন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিতে পারেন তাঁরা। ছাঁটাইয়ের তালিকায় রয়েছেন মূলত প্রবীণ ক্রিকেটারেরা। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি অবশ্য সেই তালিকায় নেই। আগামী আইপিএলেও তাঁর চেন্নাইয়ের জার্সি গায়ে মাঠে নামার কথা।দলকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরাতে মরিয়া সিএসকে কর্তৃপক্ষ। ম্যাচ জেতাতে পারেন, এমন ক্রিকেটারদের নিয়ে দল তৈরি করতে চান তাঁরা। এখনকার দল যথেষ্ট আগ্রাসী নয় বলে মনে করছেন তাঁরা। আবার নতুন ক্রিকেটার নেওয়ার মতো টাকা তাঁদের কাছে নেই। তাই ১০ জন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিয়ে প্রায় সাড়ে ৩৪ কোটি টাকার সংস্থান করার পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা। একাধিক আগ্রাসী ব্যাটারের দিকে নজর রয়েছে সিএসকে কর্তৃপক্ষের।আয়ুষ মাত্রে, উর্ভিল পটেল, ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের মতো তরুণ ক্রিকেটারকে গত নিলামে কিনেছিলেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মতোই তরুণ আগ্রাসী ক্রিকেটারদের নিয়ে দল তৈরি করতে চাইছেন তাঁরা। কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়েও আশাহত চেন্নাই কর্তৃপক্ষ। সেই ক্রিকেটারদের আগামী নিলামের আগে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বা অন্য কোনও দলের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হতে পারে।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষ। সেই তালিকায় নাম রয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। অভিজ্ঞ অফস্পিনারকে গত নিলামে ৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় কিনেছিল চেন্নাই। নাম রয়েছে ডেভন কনওয়ের। তাঁর জন্য খরচ হয়েছিল ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকা। রয়েছে নিউ জিল্যান্ডের অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্রের নামও। তাঁকে ৪ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল চেন্নাই। এ ছাড়া তালিকায় রয়েছে রাহুল ত্রিপাঠী (৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা), স্যাম কারেন (২ কোটি ৪০ লাখ টাকা), গুরজাপনীত সিংহ (২ কোটি ২০ লাখ টাকা), নাথান এলিস (২ কোটি টাকা), দীপক হুডা (১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা), জেমি ওভারটন (১ কোটি ৫০ লাখ টাকা), বিজয় শঙ্কর (১ কোটি ২০ লাখ টাকা)। এই ক্রিকেটারদের ছেড়ে দিলে চেন্নাইয়ের হাতে আসবে ৩৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। এ ছাড়া আরও কয়েক জনকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন চেন্নাইয়ের কর্তারা। নতুন দল তৈরির জন্য আগামী নিলামে ৪০ কোটি টাকা নিয়ে যেতে চান তাঁরা।ব্যাটিং লাইন আপের টপ এবং মিডল অর্ডারে আগ্রাসী ব্যাটার চান সিএসকে কর্তারা। এই ক্ষেত্রে তাঁদের প্রথম পছন্দ রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের উপযুক্ত ভাল ভারতীয় অলরাউন্ডারদের দিকেও নজর রয়েছে চেন্নাই কর্তৃপক্ষের।চেন্নাইয়ের ছাঁটাইয়ের তালিকায় ধোনির নাম থাকার প্রশ্ন নেই।

তাঁকে ধরেই শক্তিশালী দল তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ধোনির সঙ্গে রবীন্দ্র জাডেজা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, মাতিশা পাতিরানা এবং শিবম দুবেকে নিয়ে দলের কোর গ্রুপ তৈরির কথা ভেবেছেন তাঁরা।রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সঞ্জুর জন্য যোগাযোগ করেছিলেন চেন্নাইয়ের কর্তারা। রাজস্থান রুতুরাজ এবং কনওয়েকে চায় সঞ্জুর বদলে। চেন্নাই আবার এই শর্তে রাজি নয়। রুতুরাজকে ছাড়বে না চেন্নাই। তিনিই গত মরসুম থেকে দলের ঘোষিত অধিনায়ক। চেন্নাই সঞ্জুকে কিনতে চায় শুধু টাকা দিয়ে। তাতে আবার রাজি নন রাজস্থান কর্তৃপক্ষ। দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা চললেও সমাধানের সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে।

গুজরাট টাইটান্সের কোচের সঙ্গে অনুশীলন, বেঙ্গালুরু ছাড়ছেন বিরাট ?

ইংল্যান্ড সফরের আগে লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই কারণে আইপিএলের পর ক্রিকেট মাঠে দেখা যায়নি তাঁকে। অবশেষে প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচ। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি তিনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ছেড়ে যোগ দিতে চলেছেন শুভমান গিলদের দলে?নেটে ব্যাট হাতে প্র্যাকটিস করার ছবি ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে পোস্ট করেন কোহলি নিজেই। তিনি ক্যাপশনে লেখেন, 'শট নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছ। অনেক ধন্যবাদ ভাই। সব সময় দেখতে ভালোলাগে তোমাকে।' বিরাটের সঙ্গে ছিল গুজরাটের সহকারী কোচ নঈম আমিন। ছবিটি যেখানে তোলা হয়, সেটা লন্ডনের একটি ইন্ডোর ক্রিকেট ট্রেনিং সেন্টার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে আমিনের হাতে রয়েছে বিরাটের গ্ধস্তচ ব্যাট। নীল রঙের ট্রাউজার পরে ছিলেন কোহলি।সোশাল মিডিয়ায় সচরাচর অ্যাকটিভ থাকেন না বিরাট। সেই কারণেই তাঁর এমন পোস্ট ঘিরে নেটিজেনদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অনেকেই তাঁর সঙ্গে গুজরাটের সহকারী কোচকে দেখে প্রশ্ন করে বসেছেন, 'আরসিবি ছেড়ে কি পরের মরশুমে গুজরাট টাইটান্সে দেখা যাবে কোহলিকে?' উল্লেখ্য, নঈম আমিনের প্রোফাইল কিন্তু বেশ শক্তিশালী। সহকারী কোচ হিসেবে বেশ সফল। তাছাড়াও তিনি উইলো অ্যাকাডেমিরও প্রধান তিনি। ২০২২ সালে গুজরাটের সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি ২০১৮ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদেরও সহকারী কোচ ছিলেন। যাই হোক, বেঙ্গালুরু ছেড়ে বিরাটের গুজরাট যাওয়া নিয়ে আপাতত কোনও তথ্য নেই। ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে সিরিজ। সেই সিরিজেই খেলার কথা রয়েছে তাঁর। হয়তো এ কথা মাথায় রেখেই অনুশীলনে নেমে পড়লেন 'কিং'।

অনূর্ধ ১৫ এস এম কাপ ফুটবলে লাবারামের জোড়া গোল, ধলাই জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ধলাই জেলা দল দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে। হারিয়েছে ঊনকোটি জেলা দলকে। খেলা স্টেট লেভেল সুব্রত মুখার্জি কাপ অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক বালকদের টুর্নামেন্ট। কৈলাশহরের বেলকুম বাড়ি স্কুলের সিন্থেটিক গ্রাউন্ডে দিনের খেলায় ধলাই জেলা দল ৫-০ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দল খেলার প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ৪ মিনিট ও ১০ মিনিটের মাথায় মিঠুন ত্রিপুরা এবং লাবারাম রিয়াংয়ের গোলে ধলাই জেলা ২-০ তে লিড নেয়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে রাইসাং ত্রিপুরার গোলে ধলাই জেলা দল ৩-০ তে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাতেও ঊনকোটির ছেলেরা গোল পরিশোধের যেমন সুযোগ পায়নি তেমন নিজেদের রক্ষণভাগেও তেমন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। খেলার ৪৮ মিনিটের মাথায় অমিজয় রিয়াং একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৪-০ হয়। ধলাই জেলার খেলোয়ারদের আক্রমণাত্মক লড়াই কিন্তু জারি থাকে। খেলার ৫৬ মিনিটের মাথায় লাবারাম তার নিজের দ্বিতীয় গোলটি করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৫-০ হয়। উল্লেখ্য, খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি তপন বিশ্বাস বিজয়ী ধলাই জেলা দলের স্কোরার রাইসং ত্রিপুরাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে পিচ কে

অ্যান্ডারসন-তেণ্ডুলকর সিরিজ। অনেক ক্রিকেট বোদ্ধার মতেই এটি সাম্প্রতিক অতীতের অন্যতম সেরা টেস্ট সিরিজ। শুধু সিরিজ শেষের ২-২ ফলাফল নয়, প্রতিটি টেস্টের, প্রতিটি সেশনের লড়াই ছিল মনে রাখার মতো। এ সিরিজ বহু মহানায়কোচিত পারফরম্যন্স দেখেছে, এ সিরিজ ক্রিকেটারদের মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নিয়েছে, এ সিরিজ পরীক্ষা নিয়েছে ক্রিকেটারদের শারীরিক সামর্থ্যেরও।স্বাভাবিকভাবেই টানটান উত্তেজনার এই সিরিজের পিচ প্রশংসিত হয়েছে। এই পিচে যেমন বোলাররা নতুন বলে সাহায্য পেয়েছেন, তেমনই বল একটু পুরনো হলে রান এসেছে ব্যাটারদের ব্যাট থেকেও। সেভাবে পিচ ভাঙতে দেখা যায়নি। অস্বাভাবিক আচরণও তেমন করেনি। তবে আইসিসির পিচ রেটিং খানিকটা অবাক করার মতোই।অ্যান্ডারসন-তেণ্ডুলকর সিরিজের চার ম্যাচের পিচের মান নিয়ে রেটিং প্রকাশ করেছে আইসিসি। তাতে মাত্র একটি পিচকে 'খুব ভালো' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি কোনও পিচকেই ভালোর তালিকায় রাখা হয়নি। বাকি পিচগুলিকে সন্তোষজনক 'আখ্যা' দেওয়া হয়েছে। আইসিসির পর্যবেক্ষকরা হেডিংলির প্রথম টেস্টের পিচকে 'খুব ভালো' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই ম্যাচে শেষ ইনিংসে ৩৭২ রান তাড়া করে জিতেছিল ইংল্যান্ড। এজবাস্টন, লর্ডস এবং ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের পিচকে 'সন্তোষজনক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চারটি মাঠের আউটফিল্ডকেই 'খুব ভালো' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।সিরিজের শেষ ম্যাচে নাটকীয় জয় পেয়ে সমতা ফিরিয়েছে ভারত। ওই টেস্টের আগে পিচ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়। পিচ পর্যবেক্ষণ করা নিয়ে কিউরেটর এবং ভারতীয় কোচের মধ্যে একপ্রকার বিবাদও হয়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত ওভালের ২২ গজ সিরিজের অন্যতম সেরা ম্যাচ উপহার দিয়েছে। সেই পিচের রেটিং অবশ্য এখনও প্রকাশ করেনি আইসিসি।

আইএসএলের জট কাটাতে 'সুপ্রিম' হস্তক্ষেপ দাবি করে ফেডারেশনকে চিঠি ১১ ক্লাবের, নেই ইস্ট-মোহন

আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী হবে তা জানতে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল আইএসএলের আট দল। যদিও সেখানে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে মুখে 'আইএসএল হবেই' বললেও টুর্নামেন্ট সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেনি। এমনিতেও আইএসএলের অনিশ্চয়তার মধ্যে ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি এবং চেন্নাইয়িন এফসি ফুটবলার ও কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে। বিষয়টা ক্লাবগুলির 'নিজস্ব ব্যাপার' বলে মন্তব্য করেছেন ফেডারেশন সভাপতি। অর্থাৎ এই ব্যাপারেও কোনও সমাধানসূত্র দিতে পারেননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে ১১টা ক্লাব ফেডারেশনকে চিঠি দিল। যদিও তাতে সই করেনি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল।কিন্তু কেন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল সই করেনি? জানা গিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাব কোনও আইনি লড়াইয়ে জড়াতে চায় না। দুই ক্লাবই ফেডারেশন-এফএসডিএল মামলায় পার্টি হতে চায় না। প্রসঙ্গত, আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। তবে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল স্বেচ্ছায় কোনও আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তাদের বক্তব্য, আইএসএলে তারা ফুটবলকে ভালোবেসে যুক্ত হয়েছে। এর রয়েছে রয়েছে ব্যবসায়িক দিক। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, চিঠিতে সই না করার তালিকায় রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি-ও। তাদেরও সই না করার নেপথ্যে একই কারণ।কল্যাণ চৌবেকে লেখা তাদের সম্মিলিতভাবে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, "এআইএফএফের কাছে আমাদের অনুরোধ, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনার ব্যবস্থা করা হোক। আইএসএল-সহ অন্য টুর্নামেন্টের স্বার্থে মামলাকে জরুরি তালিকাভুক্ত করা হোক। এরপর আদালতের কাছে দ্রুত রায়দানের জন্য আর্জি করা যেতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই ধরনের পদক্ষেপ আইনিভাবে জরুরি। এই পদক্ষেপ ভারতীয় ফুটবলের সমস্ত পক্ষের জন্য সহায়ক।উল্লেখ্য, আগের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, আপাতত বিকল্প পথ একমাত্র সুপার কাপ। যা আইএসএলের আগে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে চালু করার কথা বলেছিল ফেডারেশন। ২০১৮ সালে ফেডারেশন কাপের বদলে চালু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু আইএসএলের আগে সুপার কাপ শুরু হলে টুর্নামেন্টের ফরম্যাটই বা কেমন হতে চলেছে, তা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। এই আবহে ক্লাবগুলি চিঠি দিল ফেডারেশনকে। এখন দেখার, আইএসএল নিয়ে এই অচলাবস্থা কাটে কি না।

নিলামে অধিনায়ক গিলের লর্ডস টেস্টের জার্সির দাম সাড়ে ৫ লাখ ! বুমরাহর কত ?

রোহিত শর্মার জুতোয় পা গলিয়ে বিলেতের মাটিতে দুরন্ত পারফর্ম অধিনায়ক শুভমান গিলের। ব্যাট হাতে তো বটেই, নেতৃত্বেও মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। অনবদ্য লড়াইয়ে সিরিজ ড্র করে দেশে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। আর এরপরই গিলের সই করা সেই জার্সি ওঠে নিলামে। যার দাম উঠল প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা !অ্যান্ডারসন-তেণ্ডুলকর ট্রফিতে লর্ডসে যে জার্সিটি গিল পরেছিলেন, সেটিই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেড ফর রুথের জন্য নিলামে তোলা হয়েছিল। গিলের জার্সির পাশাপাশি নিলামে ওঠে দুই দলের সই করা শার্ট, টুপি, ছবি, ব্যাট ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ দাম ওঠে গিলের জার্সিটিরই। ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকায় তা বিক্রি হয়। এরপরই চড়া দাম পায় জশপ্রীত বুমরাহ এবং রবীন্দ্র জাদেজার জার্সি। দু'টি জার্সিরই মূল্য ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। এদিকে লর্ডসে সেঞ্চুরি হাঁকানো কেএল রাহুলের জার্সিটি বিক্রি হয় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।নিলামে ইংল্যান্ড দলের জো রুটের জার্সিটির সর্বোচ্চ দাম ওঠে। ইংলিশ ব্যাটারের জার্সি কিনতে হয় ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায়। টুপির ক্ষেত্রেও রুটের সই করা টুপির দামই সর্বোচ্চ। তিন লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। সেই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ঋষভ পন্থের টুপি। দাম ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। অধিনায়ক বেন স্টোকসের জার্সির মূল্য ৪ লক্ষ টাকা।তবে এই নিলাম এই প্রথম নয়। প্রতি বছরই লর্ডস টেস্টের একটি দিন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রসের ফাউন্ডেশন রেড ফর রুথের জন্য উৎসর্গ করা হয়। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তাঁর স্ত্রী। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্রিকেটার থেকে সম্প্রচারকারী সংস্থার কর্মী, সকলেই টেস্টের একদিন লাল পোশাক পরেন। আর সেই ফাউন্ডেশনের পাশে দাঁড়াতেই এবার নিলামে তোলা হয়েছিল গিলদের জার্সি।

ঝুলছিল আইসিসির শাস্তির খাড়া ! ওভাল টেস্টের আগে অন্য চিন্তাও ভাবিয়েছে গিল-গম্ভীরদের

ওভাল টেস্টে ৬ রানের জয়। ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা জয়গাঁথাগুলির মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছে এই বন্দিত ইতিহাস। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক টেস্টের পঞ্চম দিনের আগের রাতে রীতিমতো উভয় সংকটে পড়ে গিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। হাতে পুঁজি কম, তাতে ৪টি ইউকেট তুলে নেওয়ার চাপ যেমন ছিল, তেমনই নাকি ছিল ওভাররেটের চিন্তাও।আসলে ওভালে স্পিনাররা সেভাবে সাহায্য না পাওয়ায় বেশিরভাগ বোলিং করাতে হয়েছে পেস বোলারদের দিয়ে। বিশেষ করে চতুর্থ দিনের শেষ সেশনে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং মহম্মদ সিরাজ বেশিরভাগ ওভার বল করেন। যার ফলে ওভার রেটে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে টিম ইন্ডিয়া। চতুর্থ দিন ওভার রেটে অন্তত ৬ ওভার পিছিয়ে পড়েছিল ভারতীয় দল।সূত্রের দাবি, ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো চতুর্থ দিনের শেষেই ভারতীয় দলকে জানিয়ে দেন, ওভার রেটে টিম ইন্ডিয়া অনেকটাই পিছিয়ে। যদি পঞ্চম দিন সেই ওভার রেট ঠিক না করা যায় তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চার পয়েন্ট কাটা যাবে। যার ফলে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে যায় টিম ম্যানেজমেন্ট। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ম্যাচ রেফারির সতর্কবার্তা পাওয়ার পর কোচ গম্ভীর, ব্যাটিং কোচ শীতাংশু কোটাক এবং অধিনায়ক গিল একটি মিনি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে শীতাংশু কোটাক প্রস্তাব দেন, দরকারে স্পিনারদের দিয়ে বল করাতে হবে। কিন্তু কোচ গম্ভীর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিতান্তই প্রয়োজন না পড়লে স্পিনারদের বল করানোর দরকার নেই। শুরু থেকে পেসারদের দিয়েই আক্রমণে নামা হোক।আসলে গম্ভীর জানতেন, কোনওভাবেই পঞ্চম দিনের খেলা শেষ পর্যন্ত গড়াবে না। প্রথম সেশনেই শেষ হবে। তাই চার উইকেট তুলে নিতে পারলে ওভার রেটের সমস্যাটাও থাকবে না। কোচ গম্ভীরের সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

'কাউকে খুশি করতে আসিনি', হ্যান্ডশেক বিতর্কে ইংল্যান্ডকে তুলোধোনা গম্ভীরের

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার চার স্তম্ভ। রাহুল, গিল, জাদেজা, সুন্দরের ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ে ম্যাচ বাঁচিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও এর বাইরে এখন রীতিমতো ট্রেন্ডিং হ্যান্ডশেক বিতর্ক। যা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরও। ভারতীয় দল যে কাউকে খুশি করতে ইংল্যান্ডে যায়নি, সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন গৌতি। গম্ভীর বলেন, "দুই ক্রিকেটার ৯০ আর ৮৫ রানে ব্যাটিং করছিল। ওদের কি সেঞ্চুরি প্রাপ্য নয়? এমন যদি ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঘটত, তাহলে কী করত ওরা? ওরা কি তখন ড্র মেনে নিত? উত্তর হল, কখনওই না। আমাদের ছেলেরা অনেক ঝড়ঝাপটা সামলেছে। তাই সেঞ্চুরি প্রাপ্য ছিল ওদের। এখানে তো আমরা কাউকে খুশি করতে আসিনি।"রবীন্দ্র জাদেজা তখন ৮৭ রানে অপরাজিত। ৮০-তে ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারত তখন ৭৫ রানে এগিয়ে। সেই সময় ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস পারস্পরিক সম্মতিতে খেলা বন্ধ করতে চান। তখনও ১৫ ওভার খেলা বাকি। স্টোকস বুঝে গিয়েছিলেন, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ভবিতব্য ড্র। সেই কারণেই তিনি জাদেজা এবং ওয়াশিংটনের কাছে এগিয়ে যান ড্রয়ের প্রস্তাব নিয়ে। করতে যান হ্যান্ডশেক। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করেন দুই ভারতীয় ব্যাটার।এই পরিস্থিতিতে জাদেজা, সুন্দরের পাশে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডকে তুলোধোনা করলেন গম্ভীর। কেবল তিনি নন, সতীর্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিলও। এই বিষয়ে ম্যাচের পর টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান গিলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "ওরা দুরন্ত ব্যাটিং করেছে। দু'জনেই সেঞ্চুরির কাছাকাছি ছিল। সিদ্ধান্তটা ওদেরই ছিল। যেভাবে ব্যাট করেছে, তাতে এই সেঞ্চুরি ওদের প্রাপ্য।"উল্লেখ্য, ৩১১ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৪২৫ রান করে ভারত। গিল (১০৩), কেএল রাহুল (৯০), জাদেজা (অপরাজিত ১০৭) এবং ওয়াশিংটন (অপরাজিত ১০১) বুক চিতিয়ে লড়াই করেন।

জওয়ানদের সঙ্গে রাখি উৎসবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রমিতা

আগরতলা, ৯ আগস্ট: রাজ্যে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখী উৎসব পালন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন তিনি বলেন, বিএসএফ এর ভাই-বোনেরা আমাদের সুরক্ষার জন্য পরিবার ছেড়ে, ঘর বাড়ি থেকে অনেক দূরে বর্ডারে থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখেন। তাই শুভ রাখী উৎসব উপলক্ষে আজ আখাউড়া বর্ডারে বিএসএফ জওয়ান ভাইদেরকে রাখি পড়িয়েছেন ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তিনি।

৪ লাখ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ যাত্রাপুর থানার পুলিশের জালে এক

আগরতলা, ৯ আগস্ট : যাত্রাপুর থানার পুলিশ এবং সীমান্ত বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে এক কুখ্যাত নেশা সামগ্রী মজুতদার সহ চার লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

এই ঘটনা, শনিবার সকাল নয়টার দিকে।

যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন এবং সাব ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত জানান, যাত্রাপুর থানা এলাকার সীমান্ত গ্রাম নির্ভয়পুর সুমন মিয়ার বাড়ি থেকে ২০ প্যাকেট অর্থাৎ চার হাজার এবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় তার বসত ঘর থেকে। নির্ভয় পুর সীমান্তের(৮১- বি এন বি কোম্পানি) বি ও পি ''র যৌথ তল্লাশি চালিয়ে সফলতা আসে। এমনটাই যাত্রাপুর থানার ওসির বক্তব্য। থানা পুলিশ এবং বিএসএফ মিলিয়ে ১০ থেকে ১২ জন জোয়ান তল্লাশি অভিযানে যুক্ত ছিল।

যাত্রাপুর থানার ওসি জানান, নেশা কারবারীর বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা রেজিস্টার ভুক্ত করা হয়েছে। আগামী দিন অর্থাৎ ১০ই আগস্ট রবিবার নেশা মজুতদার সুমন মিয়াকে কোর্টে সোপর্দ করা হবে।

শনিবার রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আগরতলা, আখাউড়া চেকপোস্টে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সাথে প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার রাখী বিনিময় উৎসবে মিলিত হন।

প্রশাসনিক রদবদলে তেলিয়ামুড়া এসডিএম পরিমল মজুমদারের হঠাৎ বদলি, বিতর্কের ঝড়

তেলিয়ামুড়া, ৯ আগস্ট : ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একাধিক ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তার বদলি ও নতুন পদে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। তবে এই তালিকার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারের হঠাৎ বদলি।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরিমল মজুমদার-কে তাঁর বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে আগরতলায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে উপ অধিকর্তা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন প্রদীপ কুমার সরকার। তিনি এতদিন ওই দপ্তরেই উপ অধিকর্তা পদে কর্মরত ছিলেন। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে, কারণ সম্প্রতি তেলিয়ামুড়ায় ঘটে যাওয়া এক সংবেদনশীল ঘটনার দায়িত্বে মূলত ছিলেন প্রশাসনের অন্য এক কর্মকর্তা অমিত শাহী চৌধুরী। কিন্তু তাঁকে স্পর্শ না করে পরিমল মজুমদারকে বদলি করায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, আসল অপরাধীকে আড়াল করে একজন সৎ কর্মকর্তাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই বদলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করছেন।

পরিমল মজুমদারের হঠাৎ এই বদলিতে তেলিয়ামুড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর মতে, শ্রী মজুমদার ছিলেন একজন দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাঁর হঠাৎ বদলিকে ''রাজনৈতিক প্রভাবিত সিদ্ধান্ত'' বলে অভিহিত করেছেন অনেকেই।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বদলি হওয়া অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন, রাজীব কুমার দেববর্মা। বর্তমান কিল্লা ব্লকের বিডিও থেকে বদলি হয়ে পানিসাগর এসডিএম অফিসে ডেপুটি কালেক্টরের দায়িত্ব সামলাবেন মনোরঞ্জন দেববর্মা কাকড়াবন ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও থেকে পদোন্নতি পেয়ে হচ্ছেন কিল্লা ব্লকের বিডিও।দিবাকর জামাতিয়া পানিসাগর এসডিএম অফিসে ডেপুটি কালেক্টরের পদ থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন করবুক মহকুমার এসডিএম অফিসে একই পদে।সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই রদবদল ''জনস্বার্থে'' করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন, জনস্বার্থে কি এখন নির্দোষিকে সরিয়ে দোষীকে বাঁচানোই সরকারের নীতি?

এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধী দলগুলো ইতিমধ্যেই রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তেলিয়ামুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পানিসাগরে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র‍্যালি

আগরতলা, ৯ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি পানিসাগরের বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চ থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে টাউন হলে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সরকারী কর্মচারীগণ সহ স্থানীয় এলাকার জনগণ অংশগ্রহণ করেন। পরে পানিসাগর টাউন হলে আয়োজিত হয় তিরঙ্গা কনসার্ট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান কল্পনা দেবনাথ, পানিসাগর মহকুমার ডিসিএম সুকুমার রিয়াং, পানিসাগর ব্লকের বিডিও মানস ভট্টাচার্য, সমাজসেবী নিরুপম দে ও ধনঞ্জয় দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস বলেন যে, জাতীয় পতাকার গৌরব সম্মান রক্ষা করা এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে সুদৃঢ় করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।।

প্রকাশ্য দিবালোকে গৃহস্থের বাড়িতে চুরি

আগরতলা, ৯ আগস্ট : প্রকাশ্য দিবালোকে হাত সাফাই করল চোরের দল। সেকেরকোট রেল ব্রিজ সংলগ্ন নেতাজী সুভাষ কলোনি এলাকার এক গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ৪০ হাজার টাকা এবং তিন ভরি স্বর্ণঙ্কলার নিয়ে সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে বাড়ির মালিক নন্দলাল দাস বলেন, আজ সকালে বাড়ির পাশের রাবাব বাগানে কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। ওই সময় তাঁর স্ত্রীও ঘরে ছিলেন না। তাঁর ছেলে প্রাকৃতিক কাজের জব্য কিছুক্ষণ ঘরের বাইরে ছিলেন। ওই সময় সব চুরি করে নিয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে ধলাই জেলার দুই ব্লকের অধীন এডিসি ভিলেজে

আগরতলা, ৯ আগস্ট: ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ডুম্বুরনগর ব্লক এবং রইস্যাবাড়ী ব্লকের অধীনস্থ সিংহভাগ গ্রামীণ এলাকা তথা এডিসি ভিলেজে গুলিতে দুর্নীতির প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছে। উক্ত দুইটি ব্লকের সিংহভাগ এডিসি ভিলেজগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত।

অভিযোগ, গ্রামবাসিরা সঠিক ভাবে পাচ্ছে না পানীয় জলের সুব্যবস্থা। মিলছে না বিদ্যুৎ। বেশ কয়েকটি এডিসি ভিলেজে সঠিক ভাবে পাচ্ছে না রেশন সামগ্রী। প্রায় প্রতিটি এডিসি ভিলেজের চলাফেরার রাস্তাঘাট গুলি ভেঙেচুরে মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু লাগতর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফলে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির মানুষজন বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজ কর্মে তিতি বিরক্ত।

এমনকি, রাস্তা, জল এবং বিদ্যুতের দাবীতে আগামী সপ্তাহের যেকোন সময় গন্ডাছড়া -রইস্যাবাড়ী সড়কে জনজাতি গ্রামবাসীরা সৃষ্টি করতে পারে পথ অবরোধ। এমনটাই হুমকি দিলেন রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত নারকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজের পশ্চিম বিজয়চাকমা পাড়ার জনজাতি অংশের লোকজন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ী ব্লকের নারকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত পশ্চিম বিজয়চাকমা পাড়া। উক্ত পাড়ায় প্রায় ত্রিশ পরিবারের বসবাস। বসবাসরত সকলই চাকমা সম্প্রদায়ের জনজাতি অংশের মানুষজন। পশ্চিম বিজয়চাকমা পাড়ার বাসিন্দা শান্তিধর চাকমা জানান গত প্রায় আট বছর যাবত গ্রামের রাস্তাটি মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। শান্তিধর চাকমা জানান আরো জানান নারকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজের গন্ডাছড়া -রইস্যাবাড়ীর মূল সড়ক থেকে পশ্চিম বিজয় পাড়ার দূরত্ব আনুমানিক দুই কিলোমিটার। এক সময় ওই রাস্তাটি ইট সোলিং ছিল। ওই বিজয় পাড়াতে ছোট বড় গাড়িও চলাচল করত। গত ৭/৮বছর যাবত ওই রাস্তাটির কোন মেরামত না করার ফলে গোটা রাস্তাটিই খানাখন্দে পরিণত হয়েছে ১২ফিট পাশের রাস্তাটি বর্তমানে দুই পাইয়া রাস্তায় পরিণত হওয়ার ফলে ওই পাড়ায় এখন আর কোন ছোট বড় গাড়ী চলাচল করা থাক দূরের কথা মানুষজনও হাঁটাচলা করতে পারছে না। শান্তিধর চাকমা অভিযোগ করে জানান ওই রাস্তাটিকে মেরামত করার জন্য নারকেলকুঞ্জ এডিসি ভিলেজের পঞ্চায়েত সচিবকে বারবার মৌখিক এবং লিখিত ভাবে জানিয়েও কোন সাড়া না পেয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ রইস্যাবাড়ী ব্লকের বিডিও কে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিডিও সাহেবও ওই রাস্তাটি মেরামতের ব্যাপারে গভীর নিদ্রায় আছন্ন। ফলে নিজেদের গ্রামের রাস্তা নিজেরাই মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে বিজয় চাকমা পাড়ার দীনদরিদ্র মানুষজন। নিজেরাই গ্রামের মানুষজন চাঁদা তুলে ড্রজার ভাড়া করে শুক্রবার মহিলা পুরুষ সম্মিলিত ভাবে রাস্তাটি কিছুটা হলেও মেরামত করে রইস্যাবাড়ী ব্লক প্রশাসনের মুখে ঝামা ঘষে দিলো জনজাতি গ্রামবাসীরা।

সমানাধিকারের দাবিতে শহরে মিছিল করলেন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকরা

আগরতলা, ৯ আগস্ট : শনিবার তৃতীয়বারের মতো ত্রিপুরা কুইয়ার প্রাইড ওয়াক ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রাজপথে শোভাযাত্রায় পা মেলালেন এলজিবিটি সমাজের নাগরিকরা। এদিনের শোভাযাত্রাটি উমাকান্ত স্কুল থেকে বের হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রসঙ্গত, গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে আগরতলায় প্রথম কুইয়ার প্রাইড ওয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'স্বাভিমান' নামে একটি স্থানীয় এলজিবিটিকিউ কর্মীদের সামাজিক গোষ্ঠী দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। ত্রিপুরা কুইয়ার প্রাইড ওয়াক' মূলত একটি শোভাযাত্রা যা ত্রিপুরার কুইয়ার সম্প্রদায়ের মানুষদের দ্বারা আয়োজিত হয়। এই হাঁটার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে তাদের প্রতি প্রচলিত কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করা এবং সকলের জন্য সম্মান ও সমতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক নাগরিক বলেন, আমরা সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবেই বাঁচার অধিকার আমাদের সকলের রয়েছে। আমি যেভাবে আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করা হোক। কোন বাধ্যবাধকতা বা জোর জুলুম করে নয়। সকলে যেভাবে বাঁচেন, আমরাও সেভাবে বাঁচতে চাই। দেশের সংবিধান আমাদের সেই অধিকার দিয়েছে, অনুরোধের সুরে বলেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, লিঙ্গের অধিকার শুধুই আমাদের। সংবিধান আমাদের সেই অধিকার দিয়েছে। তবে, কেন আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবো। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অনেকেই প্রকাশ্যে আসতে চাইছে না। পারিবারিক এবং সামাজিক চাপে নিজেদের গুটিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু, এই অন্যায় মেনে নেওয়া উচিত নয়।

হর ঘর তিরঙ্গা: ১২ আগস্ট মোহনপুরে মেগা ক্যুইজের উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ

আগরতলা, ৯ আগস্ট: মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে আগামী ১২ আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে মোহনপুর পুর পরিষদ এবং মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যুবসমাজ।

সকাল ১০ টা থেকে মোহনপুর পৌর পরিষদ অফিস প্রাঙ্গনে শুরু হবে প্রতিযোগিতার মূল অনুষ্ঠান। উক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকবেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রথম পুরস্কার ২টি লেপটপ, দ্বিতীয় পুরস্কার ২টি টেব, তৃতীয় পুরস্কার ২টি বাই-সাইকেল। এছাড়া উপস্থিত দর্শকদের জন্য থাকছে ওপেন ক্যুইজ।

এছাড়াও, কুইজে অংশগ্রহণকারী দর্শকদের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকছে ২০ টি ল্যাপটপ ব্যাগ, ১০টি স্মার্ট ফোন, ২০ টি স্মার্ট ওয়াচ, ৪০টি দেওয়াল ঘড়ি এবং ১০ জনকে ১০০০ টাকা করে পুরস্কার।

ক্যুইজ এর বিষয় ত্রিপুরার ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৮৫৭-১৯৪৭)।

মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নবম থেকে একাদশ শ্রেণির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতিটি দলে ২ জন করে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন দাবিতে শহরে মার্শাল মিছিল তিপরা মথার

আগরতলা, ৯ আগস্ট: বিশ্ব আদিবাসী দিবসে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন দাবিকে সামনে রেখে আগরতলা শহরে তিপরা মথার মার্শাল মিছিল বের হয়েছে। এদিনেটর মিছিলটি আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কর্মী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন আজ পর্য্যন্ত ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন না করায় আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। যেকোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হোন না কেন, গ্রামে ভোট না হওয়া মানে আপনার অধিকার কেড়ে নেওয়া। এই লড়াই রাজনৈতিক নয়এই লড়াই অধিকার আদায়ের, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার।

এদিন তিনি আরও বলেন, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না করায় তাতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। তাই নায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজ এই মিছিল বের হয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও জাতীয় পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত ধর্মনগরের ব্যবসায়ী রূপম রায়

ধর্মনগর, ৯ আগস্ট: প্রতিবছরের মতো এবারও ধর্মনগরের কালীবাড়ি রোড এলাকার ব্যবসায়ী রূপম রায় জাতীয় পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা দিবসের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তাই তিনি ছোট, বড়, মাঝারিসব আকারের পতাকার পাশাপাশি তৈরি করেছেন অত্যাধুনিক ডিজাইনের জাতীয় পতাকাও। ধর্মনগরবাসী যেন কম খরচে নিজেদের বাড়িতে পতাকা স্থাপন করতে পারেন, সেই কথা ভেবেই তিনি দামী ও সাশ্রয়ীসব ধরনের পতাকা প্রস্তুত করেছেন, বলে জানিয়েছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালিত

আগরতলা, ৯ আগস্ট: আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল বীর শহীদদের প্রতি প্রদেশ নেতৃত্বগণ বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পাশাপাশি, এদিন যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসও উদযাপন করা হয়েছে।

ওই দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, আজ ৯ আগস্ট একটি ঐতিহাসিক দিন। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল বীর শহীদদের প্রতি প্রদেশ নেতৃত্বগণ বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। তাঁদের অবদানেই ব্রিটিশ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে বর্তমানে স্বাধীন ভারতে জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষে উন্নতির মানে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা কয়েকবছর ধরে এক অপশক্তি গোটা দেশ পরিচালনা করছে। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে লড়াই করতে হবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এক শ্রমিক

আগরতলা, ৯ আগস্ট : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এক শ্রমিক। বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন না করেই কাজে শুরু করেছিল শ্রমিকরা। তাতেই বিপত্তি ঘটে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এইচ টি অর্থাৎ(হাই টেনশন) বৈদ্যুতিক লাইনের জঙ্গল কাটিং করতে গিয়ে আহত হয় এক শ্রমিক। তার নাম সুভাষ দেববর্মা ৫২ বাড়ি চড়িলাম ব্লকের ধারিয়া তল ভিলেজ এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার চড়িলাম বিদ্যুৎ কল সেন্টার থেকে কয়েকশো মিটার দূরত্বে দক্ষিণ চড়িলাম জোড় পুকুর এলাকায়। দুর্গাপূজা আসছে। দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিদ্যুৎ দপ্তর জঙ্গল কাটিং এর জন্য হাজিরা শ্রমিক দিয়ে কাজ করাচ্ছে বিভিন্ন ঠিকাদারদের মাধ্যমে। শনিবার দিন দুপুরে চড়িলাম বিদ্যুৎ কল সেন্টার অফিসের মই-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সুভাষ দেববর্মা গাছ কাটার সময় বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তাকে।

তার সঙ্গে থাকা শ্রমিক দুর্জয় দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন চড়িলাম বৈদ্যুতিক কল সেন্টারের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের ভুলের কারণে এমন হয়েছে। সে জঙ্গল কাটিং করার সময় বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন করে নি। যার ফলে গাছের ডালা কাটতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে মারাত্মকভাবে আহত হয় শ্রমিক সুভাষ দেববর্মা। অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরের এক অফিসার গোপনে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল গিয়ে তড়িঘড়ি ডাক্তার দেখিয়ে শ্রমিককে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৯ আগস্ট: আগরতলা পুর নিয়মের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুর্গা চৌমুহনি এলাকায় পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে এই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়।

আজ রাজ্য যথাযোগ্য মর্য্যাদায় রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে দুর্গা চৌমুহনী এলাকায় পথ চলতি মানুষের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে দিন রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন মা ও বোনেরা। রাখি বন্ধন উৎসবে শামিল হয়ে তারা বলেন রাখি বন্ধন শুধু ভাইয়ের হাতে বোন রাখি বেঁধে দেওয়াই নয় এই বন্ধনের মধ্য দিয়ে জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সকল অংশের মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনের এক অপার মহিমা।

এই বন্ধন ও সমাজের সকল অংশের মানুষকে একত্রিত হতে সহায়তা করবে বলে এদিন রাখি বন্ধন উৎসবে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্প্রীতির বন্ধনকে মজবুত করার ক্ষেত্রে এই রাখি বন্ধন উৎসব অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

ধর্মনগরে এবছরও স্থানীয় শিল্পীরা গড়ছেন উঁচু ও নান্দনিক দুর্গা প্রতিমা

আগরতলা, ৯ আগস্ট: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে ত্রিপুরার প্রতিটি কুমোরপাড়ায় চলছে প্রতিমা তৈরির জোর প্রস্তুতি। দশভুজা দেবীর প্রতিমা গড়তে শিল্পীদের মধ্যে চলছে এক নীরব প্রতিযোগিতা। দিন-রাত এক করে তারা সযত্নে মূর্তি গড়ছেন, যেন প্রতিটি বাঁকে ফুটে ওঠে দেবীর মহিমা। তবে এবছর পরিস্থিতি খুব একটা অনুকূল নয়। কাঁচামালের দাম লাগামছাড়া হারে বেড়ে গেলেও অধিকাংশ পূজা কমিটি মূর্তির দাম বাড়াতে রাজি নয়। ফলে লাভের অঙ্ক ক্রমশ কমছে, অথচ এই শিল্পই বহু পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। তবুও উৎসবের আনন্দ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মৃৎশিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে এ বছরও স্থানীয় শিল্পীরা গড়ছেন উঁচু ও নান্দনিক দুর্গা প্রতিমা। কৃষ্ণপুর জোর কালভার্ট এলাকার অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী রতন পাল জানান, প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি প্রতিমা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। এবছর তিনি ২৫টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন, পাশাপাশি বিশ্বকর্মা ও মা মনসার প্রতিমাও গড়ছেন। তাঁর সর্বোচ্চ প্রতিমার দাম ৭৫-৮০ হাজার টাকা হলেও, সবগুলোরই আগাম বুকিং হয়ে গেছে।রতনবাবুর ভাষায়, ''মাটি, বাঁশ, খড়, রং, লোহা, সুতলি, কাপড় সব কিছুর দাম আগুনের মতো বেড়েছে, কিন্তু মূর্তির দাম অপরিবর্তিত। ফলে গত বছরের তুলনায় লাভ অনেকটাই কমেছে।

চুরির ব্যাটারি বিক্রি করতে এসে ধরা পড়লো যুবক

আগরতলা, ৯ আগস্ট : চুরির ব্যাটারি বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক যুবক। ওই ঘটনায় বটতলা গান্ধীঘাট ফরেস্ট অফিসের সামনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে উত্তম মধ্যম দিয়ে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে বটতলা গান্ধীঘাট ফরেস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টমটম থেকে ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। পরবর্তী সময়ে টমটমের মালিক ব্যাটারও চুরি যাওয়ার বিষয়টি দেখতে পান। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন ওই সময় এক যুবক ব্যাটারি বিক্রয় করার জন্য এসেছিলেন। ওই সময় জনতার সহায়তায় হাতেনাতে ধরা পড়ে সে। উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা।

বিপদতারিণী মায়ের পূজা চলাকালীন বাড়িতে ভয়ঙ্কর বিপদ

আগরতলা, ৯ আগস্ট : বিপদতারিণী মায়ের পূজা চলাকালীন বাড়িতে ভয়ঙ্কর বিপদ হতে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। পূজো চলাকালীন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে। ওই ঘটনায় উত্তর যোগেন্দ্রনগর নিশানপাড়া এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে বাড়ির মালিক হরিপদ দোবনাথ বলেন, বাড়িতে বিপদতারিণী মায়ের পূজার ভোগ রান্না হচ্ছিল। ওই সময় আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে যায়। সাথে সাথে পরিবারের লোকজনদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীরা দমকলবাহিনী এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন। যার ফলে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে নি। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas